ভারতের সর্বাধিক প্রচারিত বাংলা দৈনিক ই পেপার

কাজলের বদভ্যাসের কথা নিজেই ফাঁস করলেন

পৃঃ ৫

নিউজ সারাদিন

বাংলার মানুষের সাথে, মানুষের পাশে

টেন্ডুলকারকে ছাড়িয়ে যেতে পারেন রুট : পন্টিং

পৃঃ ৬

Digital media act No. : DM /34/2021 ● Govt. of India Reg No. : WB18D0018520 (UAN) ● ISBN No. : 978-93-5918-830-0 ● Website : https://epaper.newssaradin.live/ ● বর্ষ ঃ ৪ সংখ্যা ঃ ২২৯ ● কলকাতা ● ০৫ ভাদ্র, ১৪৩১ ● বৃহস্পতিবার ● ২২ আগস্ট, ২০২৪ পৃষ্ঠা - ৬ ৫ টাকা

পুলিশ স্বামীর রুদ্ধশ্বাস দৌড় দেখে

শঙ্কিত অনুপের স্ত্রী সন্ধ্যা

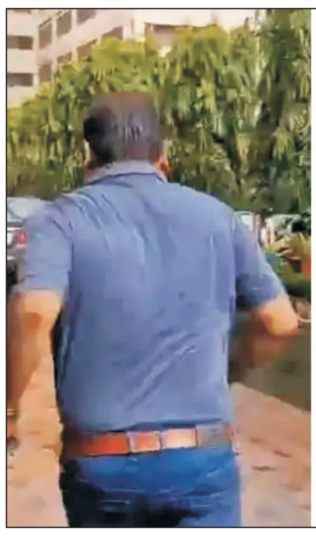

স্টাফ রিপোর্টার, নিউজ সারাদিন : গ্রেফতার সিভিক ভলান্টিয়ারের সূত্র ধরে তাঁকে ডেকেছিল সিবিআই। মঙ্গলবার ছিল দ্বিতীয় তলব। কিন্তু সল্টলেকের সিজিও কমপ্লেক্সে হাজির হয়ে সংবাদমাধ্যমকে দেখেই দৌড়, দৌড়, দৌড়। পিছনে ছুটেছে গোটা সংবাদমাধ্যম। তা দেখে আরও গতি বাড়িয়েছেন কলকাতা পুলিশের অ্যাসিস্ট্যান্ট সাব-ইনস্পেক্টর (এএসআই) অনুপ দত্ত। কলকাতা পুলিশের কর্মীদের সংগঠন 'ওয়েলফেয়ার কমিটি'-র ছাতার নীচে ছিলেন আরজি কর-কাণ্ডে ধৃত সিভিক ভলান্টিয়ার। এএসআই অনুপ সেই কমিটির সদস্য। সিবিআই সূত্রের খবর, ধৃতের সঙ্গে অনুপের 'চেনাজানা' ছিল। মঙ্গলবার সাংবাদিকেরা সে সব নিয়ে প্রশ্ন করতেই এক ছুটে সিজিও কমপ্লেক্সের লিফ্‌টে ঢুকে যান অনুপ। দৌড়ে যে তিনি অনভ্যস্ত, তা বোঝা গেল তাঁর দু'বার হোঁচট খাওয়া দেখে। কিন্তু থামেননি অনুপ। দৌড়তে দৌড়তে কেন্দ্রীয় বাহিনীর এক জওয়ানকে ধাক্কা দিয়ে সরিয়ে একেবারে লিফ্‌টের মধ্যে গিয়ে থেমেছেন।

ওই দৃশ্যের জন্য একেবারেই প্রস্তুত ছিলেন না কেউ। প্রাথমিক ভাবে বিস্মিতই হন সিজিও কমপ্লেক্সে হাজির মানুষজন। পরে বিষয়টা বুঝতে পেরে হাসাহাসি শুরু হয়। অনুপকে নিয়ে সংবাদমাধ্যম থেকে সমাজমাধ্যমে শুরু হয় রসিকতা। যদিও বাড়ির লোকজন থেকে বালুরঘাটের প্রতিবেশীরা, সকলেই অনুপকে নিয়ে চিন্তিত। তাঁদের এক কথা, "সাদাসিধে মানুষটা আবার কী করল!" আর স্বামীর দৌড় দেখে চিন্তিত স্ত্রী বুধবার বলেছেন, "উনি খারাপ কিছু করতেই পারেন না! ক্যামেরা, সাংবাদিক দেখে ভয় পেয়ে গিয়েছেন।" মঙ্গলবার ধরলে আরজি করের প্রাক্তন অধ্যক্ষ সন্দীপ ঘোষকে টানা পাঁচ দিন

এরপর ৩ পাতায়

যাওয়ার আগেই সব ঘটে গিয়েছিল',

সিবিআই-এর কাছে দাবি সঞ্জয়ের?

কলকাতা: নিউজ সারাদিন : একের পর এক প্রশ্ন, একের পর এক স্বীকারোক্তি? ধৃত সিভিক ভলান্টিয়ার সঞ্জয় রায়কে লাগাতার জেরায় উঠে এল বেশ কিছু তথ্য, এমনটাই সূত্রের খবর। আর জি কাণ্ডের তদন্ত চালাচ্ছে সিবিআই। সবার মনে এখন একটাই প্রশ্ন, কী উঠে আসছে তদন্তে? কিছুদিন আগে একটি ভাইরাল অডিও-ও প্রকাশিত হয়েছিল। যা শুনে অনেকেই বলেছিলেন তবে কি ঘটনার পিছনে রয়েছে দ্বিতীয় বা তৃতীয় কেউ? সিভিক ভলান্টিয়ার সঞ্জয় ছাড়াও আরও কেউ রয়েছে এই নৃশংস ঘটনার নেপথ্যে? দোষীকে আড়াল করতে এখানেও কি খেটেছে প্রভাবশালী তত্ত্ব? এই চাঞ্চল্যকর ভাইরাল অডিওটি পোস্ট করেছিলেন তৃণমূলের প্রাক্তন রাজ্য সাধারণ সম্পাদক কুণাল ঘোষ। যদিও পুলিশের দাবি ছিল, সোশ্যাল মিডিয়ায়, বিশেষত ফেসবুকে ঘটনা নিয়ে বিভিন্ন অসত্য, অনুমাননির্ভর এবং বিভ্রান্তিকর তথ্য ছড়িয়ে দিচ্ছেন নেটিজেনদের একাংশ। গুজবে কান না দেওয়ার কথাও বলা হয়েছিল।

তবে এদিনের সূত্রের খবর যেন একটাই কথা বলে, 'সামনে' সঞ্জয়, 'পিছনে' আরও? এদিকে, পলিগ্রাফ টেস্ট হবে কিনা, তা নিয়ে দেখা দিয়েছে জটিলতা।

এদিন তাঁকে শিয়ালদা আদালতে তোলার কথা থাকলেও, নিরাপত্তার কারণে তা করা যায়নি বলে আদালতকে জানিয়েছে কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা। বৃহস্পতিবার হেফাজতে থাকার মেয়াদ শেষ হলে, ওই দিন তাঁকে আদালতে তোলা হবে। সেদিন ঠিক হতে পারে, সঞ্জয়ের পলিগ্রাফ টেস্ট হবে কিনা।

এরপর ৩ পাতায়

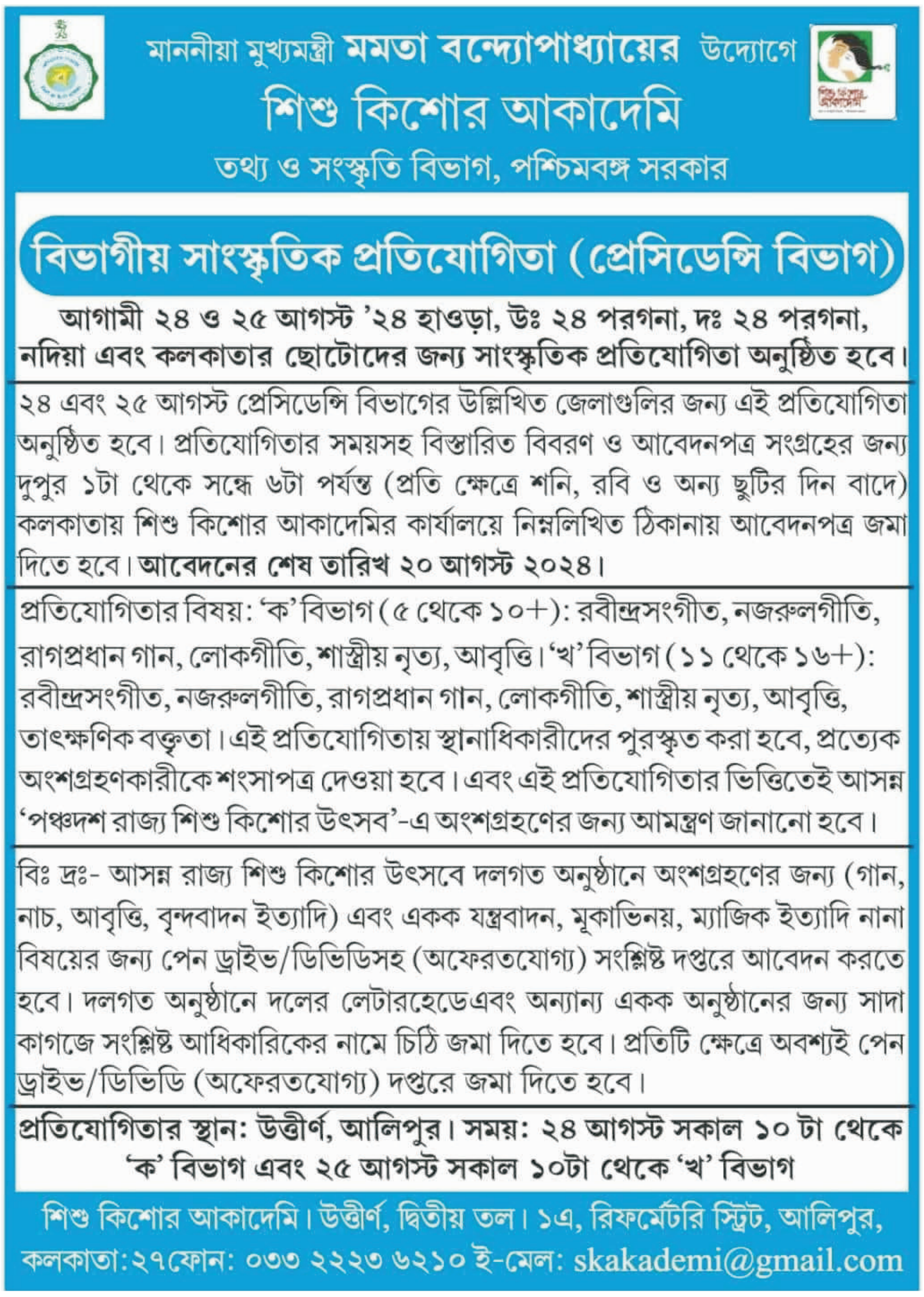

রাস্তার বেহাল দশা লক্ষ্য করা গেল

হরিশ্চন্দ্রপুরের ইলাম ও বেজপুরা গ্রামে

হরিশ্চন্দ্রপুর,২১ আগস্ট : নিউজ সারাদিন : ঝকঝক করছে পিচের রাস্তা। নিত্যদিন গাড়িও চলে। রাস্তা সংস্কার করার মাসখানেক হল।এরমধ্যে হাত দিলেই উঠে যাচ্ছে পিচের চাদর।এমনকি গাড়ির চাকার ঘর্ষণে উঠে যাচ্ছে পাথর। অভিযোগ, নিম্নমানের সামগ্রী দিয়ে রাস্তা তৈরি করা হয়েছে বলেই এমন অবস্থা। রাস্তার এমন বেহাল দশা লক্ষ্য করা গেল হরিশ্চন্দ্রপুরের ইলাম ও বেজপুরা গ্রামে।শিডিউল না মেনে রাস্তার কাজের গুনগত মান নিয়ে তীব্র ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন স্থানীয়রা।স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, হরিশ্চন্দ্রপুরের কনুয়া বাঙ্গালী পাড়া থেকে দৌলতপুর বাঁধ রোড পাড়া পর্যন্ত ৭ কিলোমিটার প্রধানমন্ত্রী গ্রাম সড়ক যোজনার রাস্তা নতুন ভাবে ঢালাও সংস্কার করা হয়েছে।জেলা পরিষদের প্রায় ৬ কোটি টাকা ব্যয়ে সংস্কার করা হয়েছে এই রাস্তা। দীর্ঘদিন পর রাস্তার কাজ শুরু হওয়ায় খুশি হয়েছিলেন এলাকাবাসী। কিন্তু এক মাসের মধ্যেই রাস্তার পিচের চাদর উঠতে শুরু করেছে।যা নিয়ে ক্ষুব্ধ এলাকাবাসী। এখনও পর্যন্ত ভারি বর্ষা হয়নি।এর মধ্যেই যানবাহন চলাচলের পরই রাস্তার পাথর উঠে যাচ্ছে।

বিজেপির ধর্ণা কর্মসূচিতে রাজ্যের বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : আরজি কর কাণ্ডে রাজ্য রাজনীতি তোলপাড় তখন বিস্ফোরক দাবি করলেন রাজ্যের বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। তিনি দাবি করেন মৃত ডাক্তারের পরিবারকে কার্যত বন্দী রাখা হয়েছিল। স্থানীয় কাউন্সিলর পরিবারের মাথায় বন্দুক ঠেকিয়ে বলতে বাধ্য করেছিল মুখ্যমন্ত্রীর উপর আস্থা রয়েছে।

আর জি কর কাণ্ডের প্রতিবাদে বিজেপি তরফ থেকে এক ধর্না কর্মসূচি বুধবার ছিল। সেখানেই বিরোধী দলনেতার এই মন্তব্যকে ঘিরে জোর রাজনৈতিক তরজা শুরু হয়েছে। এদিন এই ধর্না মঞ্চে বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী আরো দাবি করেন " সন্দীপ ঘোষের কুকীর্তি বোনটি জেনে গিয়েছিল। এমনকি বাংলাদেশে ওষুধ পাচার নিয়েও সে তথ্য জেনে গেছিল আর সেই কারনেই খুন হতে হয়েছিল"। তবে এখানেই শেষ নয়, প্রথম দিন থেকে ঘটনা ধামাচাপা দেওয়ার চেষ্টা হয়েছে। রাতের রোস্টার ছিঁড়ে দেওয়া হয়েছে, সিসিটিভি মুছে দেওয়া হয়েছে, রক্তের নমুনাও পাল্টে এবং ভিসেরা পাল্টে দেয়া হয়েছে বলেও বিস্ফোরক দাবি করেছেন তিনি।

এদিন ধর্ণা কর্মসূচিতে উপস্থিত ছিলেন সৌমিত্র খাঁ, দিলীপ ঘোষ, অগ্নিমিত্রা পল, রাহুল সিনহা প্রমুখ। এছাড়াও নন্দীগ্রামের এই বিজেপি বিধায়ক প্রশ্ন করেছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় কি লুকোতে চাইছেন? যেভাবে এই মহিলা চিকিৎসককে ধর্ষণ করে খুন করা হয়েছিল তাতে একাধিক ব্যক্তি জড়িত আছেও বলে চাঞ্চল্যকর অভিযোগ করেছেন তিনি। বিরোধী দলনেতা দাবি করেছেন আরো দুই পুলিশ আধিকারিক সহ কলকাতা পুলিশ কমিশনারকে হেফাজতে নিয়ে জেরা করলে অনেক তথ্য পাওয়া যাবে। এর সঙ্গে কল রেকর্ড পরীক্ষা করার দাবিও তিনি জানান।

আরজি কর কাণ্ডে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে 'সততার প্রতীক' ইসুতে তোপ দাগেন তিনি। এছাড়াও শুভেন্দু অধিকারী মুখ্যমন্ত্রীর পদত্যাগের আওয়াজ তুলে বলেন এর কোন বিকল্প হয় না। শ্যামবাজারে এই ধর্ণা কর্মসূচিতে অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন বিজেপির রাজ্য সভাপতি তথা কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রী ডঃ সুকান্ত মজুমদার, দিলীপ ঘোষ সহ বিজেপির একাধিক শীর্ষস্থানীয় নেতৃবৃন্দ।

বন্য শুকরের হামলায় আহত দুই ব্যক্তি

ভুতনী : নিউজ সারাদিন : বন্য শুকরের হামলায় আহত দুই ব্যক্তি।ঘটনাকে কেন্দ্র করে চাঞ্চল্য ছরিয়ে পরে মানিকচকের ভুতনী থানার অন্তর্গত আলাদিয়া এলাকায়।আহত দুই ব্যক্তি মানিকচক গ্রামীণ হাসপাতালে চিকিৎসাধীন রয়েছে।এমন ঘটনায় রীতিমতো আতঙ্কে রয়েছেন এলাকাবাসী।আহত দুই ব্যক্তি নাম সঞ্চয় মন্ডল এবং রাম মন্ডল। জানা গেছে,মঙ্গলবার আনুমানিক সন্ধ্যা নাগাদ জমি থেকে কাজ সেরে বাড়ি ফিরছিলেন ওই দুই ব্যক্তি। সেই সময় হঠাৎ করে বাঁশের ঝাড় থেকে বেরিয়ে বেশ কয়েকটি বন্য শুকর দুই ব্যক্তির উপর হামলা করে। দুইজনকেই কামড় দেই। একজনের হাতে এবং আরো একজনের পায়ে কামড় দেয়। ফলে রক্তাক্ত হয় দুইজন। মঙ্গলবার রাতে দুজনকে মানিকচক গ্রামীণ হাসপাতাল নিয়ে আসা হয়। বর্তমানে হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় রয়েছেন দুইজন। স্থানীয়দের অনুমান ভুতনির বিস্তীর্ণ এলাকা বন্যার জলে প্লাবিত রয়েছে। ফলে শুকনো জায়গাগুলোতে বন্য শুকর আশ্রয় নিয়েছে। জমিতে কাজ করতে যেতে ভয় পাচ্ছেন স্থানীয় লোকজন। আতঙ্কের ছবি দেখা দিয়েছে চোখে মুখে।

আরজিকর কান্ডের প্রতিবাদ সভাকে কেন্দ্র করে

কলেজ চত্বরে এসএফআই এবং তৃণমূল ছাত্র পরিষদের মধ্যে ধুন্দুমার

হরিশ্চন্দ্রপুর,২১আগস্ট: নিউজ সারাদিন : আরজিকর কান্ডের প্রতিবাদ সভাকে কেন্দ্র করে কলেজ চত্বরে এসএফআই এবং তৃণমূল ছাত্র পরিষদের মধ্যে ধুন্দুমার। একে অপরের বিরুদ্ধে মারধরের অভিযোগ। এসএফআইএর প্রতিবাদ সভা থেকে মুখ্যমন্ত্রীর পদত্যাগের স্লোগান উঠতেই মেজাজ হারায় তৃণমূল ছাত্র পরিষদের কর্মীরা।তাদের দাবি কলেজের মধ্যে অরাজনৈতিক ভাবে প্রতিবাদ হবে।এই ধরনের স্লোগান বা কটুক্তি করা যাবে না।তৃণমূল ছাত্র পরিষদের আরো অভিযোগ এসএফআইএর বহিরাগতরা জোর করে ছাত্র-ছাত্রীদের আনছিল। যদিও এসএফআইয়ের অভিযোগ তাদের মারধর করেছে তৃণমূল ছাত্র পরিষদ। ঘটনাটি ঘটেছে বুধবার হরিশ্চন্দ্রপুর কলেজে।এদিন এই কলেজের এসএফআই ইউনিটের পক্ষ থেকে

প্রতিবাদ সভার আয়োজন করা হয়েছিল। বাম ছাত্র সংগঠনের কর্মীদের হাতে ছিল প্ল্যাকার্ড। এই ঘটনায় তারা রাজ্য সরকারকে দায়ী করে।স্লোগান তুলে 'দফা ১,দাবি ১,মুখ্যমন্ত্রীর পদত্যাগ। তৃণমূল ছাত্র পরিষদের পক্ষ থেকে বলা আগামীকাল ২২ আগস্ট অরাজনৈতিক ভাবে প্রতিবাদ হবে। এই ভাবে মুখ্যমন্ত্রীকে কটুক্তি মূলক স্লোগান দিয়ে রাজনৈতিক প্রতিবাদ করা যাবে না।এই নিয়ে বিবাদ থেকেই রণক্ষেত্র পরিস্থিতি। ঘটনাস্থলে যায় বিশাল পুলিশ বাহিনী। বাম ছাত্র সংগঠনকে সেখানে প্রতিবাদ সভা করতে না দেওয়া হলে তাদের নিয়ে সিপিএম নেতৃত্ব হরিশ্চন্দ্রপুর একটি প্রতিবাদ মিছিল করে।

দাঁড়িয়ে ইঞ্জিন বিহীন একটি মালগাড়ি

সেখানে যাতায়াত করছে সাধারণ মানুষ

বেবি চক্রবর্তী: জলপাইগুড়ি: নিউজ সারাদিন : জায়গা রেলেরই। দাঁড়িয়ে আছে ইঞ্জিন বিহীন একটি মালগাড়ি। তত্বগতভাবে এটা নিয়ে তর্কবিতর্কের কোন অবকাশ না থাকলেও চূড়ান্ত ভোগান্তি পোহাতে হচ্ছে নাগরাকাটার বাসিন্দাদের। তাও এক আধ বেলা নয়। টানা ১৫ দিন ধরে। বাধ্য হয়ে সেটির তলা দিয়ে লাইন পেরিয়ে এপার থেকে ওপারে যাতায়াত করছেন এলাকার শয়ে শযে জনতা। ঘটনাটি স্টেশনের অদূরেই কাঠালতলা নামে একটি স্থানের। উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলের আলিপুরদুয়ার ডিভিশন জানিয়েছে বিষয়টি খতিয়ে দেখে পদক্ষেপ করা হচ্ছে বলে সূত্রের খবর।

এই সমস্যা নাগরাকাটায় নতুন নয়। মাঝে মাঝেই এমনটা হয়। স্টেশন লাগোয়া এক দম শেষের লাইনে যখন কোন ট্রেন দাঁড়িয়ে পড়ে সেটির বগি কাঠালতলা পর্যন্ত এসে পৌঁছয়। ঠিক তখনই দেখা যায় যাত্রা যন্ত্রণার চেনা ছবি। সোমবার তা ১৫ দিনে পড়লো। স্মরণাতীত কালের মধ্যে ওই স্থানে এতদিন ট্রেন দাঁড়িয়ে থাকার ঘটনা প্রথম বলেই স্থানীয়রা জানাচ্ছেন। যেখানে এই সমস্যা সেই রেল লাইনের এক পাড়ে নাগরাকাটা বাজার। অন্য পাড়ে কাঠালতলা ও সার্কাস লাইন এলাকা। সেখানে মাছ-মাংসের বাজার। দু ধারেই বিস্তীর্ণ জনবসতি। নিত্য প্রয়োজনেই অগুন্তি বাসিন্দাদের এক পাড় থেকে অন্য পাড়ে যাতায়াত করতে হয়। সেই তালিকায় রয়েছে স্কুল পড়ুয়া, চা বাগানের শ্রমিক, ব্যবসায়ী, গৃহস্থ বধূ, চাকরিজীবি থেকে শুরু করে সব ধরনের মানুষ। লক্ষ্মী প্রসাদ নামে এক বাসিন্দা বলেন, ট্রেনের তলা দিয়ে যাতায়াত করতে গিয়ে আঘাত লাগার ঘটনাও ঘটছে। কবে যে এই সমস্যা দূর হবে কে জানে। সীতিশ ওরাওঁ নামে এক মুরগীর মাংস বিক্রেতা বলেন, দোকান থেকেই দেখতে পাই এক পাশ থেকে অন্য পাশে যেতে প্রত্যেককে দারুণ দূর্ভোগের শিকার হতে হচ্ছে। বয়স্কদের সমস্যা আরো বেশি। ছবিলাল ছেত্রী নামে আরেক বাসিন্দা বলেন, কয়েক বছর আগে এরকম থেমে থাকা একটি ট্রেনের তলা দিয়ে পার হওয়ার সময় এক যুবক মারাত্মক জখম হয়। ট্রেনটি সেদিন হঠাত করে ছেড়ে দিয়েছিল। মহম্মদ শুভান নামে এক ব্যবসায়ীর কথায়, স্কুল পড়ুয়াদের দূর্দশা দেখলে সবচেয়ে খারাপ লাগছে। সুনীল রায় নামে এক ব্যক্তি বলেন, ভোগান্তির পরিমাণ বলে বোঝানো সম্ভব নয়। সমস্যার সমাধান কি। স্থানীয়রা বলছেন ফুট ওভারব্রীজ বা আন্ডারপাশ তৈরি করা প্রয়োজন। বিজেপির জলপাইগুড়ি জেলা কমিটির সাধারণ সম্পাদক মনোজ ভুজেল বলেন, এই দাবির কথা রেলকে একাধিকবার জানানো হয়েছে। দ্রুত এর বিহিত হওয়া প্রয়োজন। নাগরাকাটা পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি ও তৃণমূল চা বাগান শ্রমিক ইউনিয়নের কেন্দ্রীয় কমিটির সহ সভাপতি সঞ্জয় কুজুর বলেন, নিজেদের জায়গায় ট্রেন থামবে তা নিয়ে কিছু বলার নেই। তবে এর জেরে বাসিন্দাদের যে চরম ভোগান্তির মুখে পড়তে হচ্ছে সেটাও রেল মন্ত্রককে খতিয়ে দেখে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ করা প্রয়োজন।

নাগরাকাটা স্টেশন সূত্রের খবর একটি ইঞ্জিন মিললে কাঠালতলার যেখান দিয়ে বাসিন্দাদের যাতায়াত চলে মালগাড়ির বগিতে রুদ্ধ হয়ে থাকা ওই অংশটুকু অন্তত অন্তত মুক্ত করা সম্ভব হয় সে ব্যাপারে উর্ধতন কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়েছে। এলাকার বাসিন্দাদের কাছে এই মুহুর্তে সবচেয়ে বড় বিস্ময়ের কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে ঠিক কি কারণে ওই মালগাড়ি একদিন ধরে দাঁড়িয়ে আছে সেই প্রশ্ন। সঠিক উত্তর মিলছে না কোন মহল থেকেই।

প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে দেখা করলেন জাপানের বিদেশ এবং প্রতিরক্ষা মন্ত্রী

স্টাফ রিপোর্টার, নিউজ সারাদিন : জাপানের বিদেশ মন্ত্রী মাননীয়া ইয়োকো কামিকাওয়া এবং প্রতিরক্ষা মন্ত্রী মাননীয়া মিনোরু কিহারা আজ প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। ভারত-জাপান ২+২ বিদেশ এবং প্রতিরক্ষা মন্ত্রী পর্যায়ের তৃতীয় পর্বের বৈঠকে যোগ দিতে তাঁরা ভারতে এসেছেন। প্রধানমন্ত্রী জাপানের মন্ত্রীদের স্বাগত জানান এবং ক্রমশ জটিল হয়ে ওঠা আঞ্চলিক এবং আন্তর্জাতিক প্রেক্ষাপটে এই ২+২ বৈঠকের গুরুত্ব তুলে ধরেন। বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ খানিজ, সেমি-কন্ডাক্টর এবং প্রতিরক্ষা সরঞ্জাম উৎপাদনের ক্ষেত্রে ভারত এবং জাপানের মধ্যে নিবিড়তর সহযোগিতার বিষয়ে নিজের মতামত ব্যক্ত করেন প্রধানমন্ত্রী। মুম্বাই-আমেদাবাদ হাইস্পিড রেল প্রকল্প সহ দ্বিপাক্ষিক সহযোগিতার নানা ক্ষেত্রে কাজের অগ্রগতি পর্যালোচনা করেন তাঁরা। পারস্পরিক স্বার্থ-সংশ্লিষ্ট এবং আন্তর্জাতিক নানা প্রসঙ্গে তাঁরা মতবিনিময় করেন। ভারত-প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চল এবং তার বাইরেও ভারত-জাপান অংশীদারিত্বের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকার কথা আবারও উল্লেখ করেন প্রধানমন্ত্রী। অর্থনৈতিক সহযোগিতা এবং দু'দেশের মানুষের মধ্যে সংযোগ বৃদ্ধিতে প্রধানমন্ত্রী জোর দেন। জাপানের প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে তাঁর শিখর সম্মেলনের জন্য জাপান সফরের দিকে অধীর আগ্রহে তিনি তাকিয়ে আছেন বলে শ্রী মোদী জানান।

নির্যাতিতার দেহ সংকার নিয়ে চাঞ্চল্যকর অভিযোগ

পানিহাটি শ্মশান কর্তৃপক্ষের

স্টাফ রিপোর্টার, নিউজ সারাদিন : নির্যাতিতার দেহ সৎকার নিয়ে চাঞ্চল্যকর অভিযোগ পানিহাটি শ্মশান কর্তৃপক্ষের। তড়িঘড়ি দাহ করা হয় দেহ! স্বীকারোক্তি পানিহাটি শ্মশানঘাটের ম্যানেজারের। এই পানিহাটি শ্মশানেই আরজি করের নির্যাতিতা চিকিতসক-পড়ুয়ার দেহ সতকার করা হয়। সেই শ্মশানঘাটেরই ম্যানেজার এদিন সংবাদমাধ্যমের ক্যামেরার সামনে স্বীকার করে নেন যে, নির্যাতিতার দেহ তড়িঘড়ি দাহ করা হয়েছিল।আরজি করের চিকিতসক-পড়ুয়াকে 'ধর্ষণ-খুনে'র ঘটনায় উত্তাল সারা রাজয়। ন্যায়বিচার চেয়ে আন্দোলনে নেমেছে জুনিয়র ডাক্তাররা।প্রতিবাদে সোচ্চার সাধারণ নাগরিকরাও। অবস্থান-বিক্ষোভে বিরোধীরাও। ময়নাতদন্তে নির্যাতিতার দেহে মিলেছে ২৫টি আঘাতের চিহ্ন। যারমধ্যে ১৬টি বাহ্যিক ও ৯টি অভ্যন্তরীণ ক্ষত। যোনিতে মিলেছে আঘাতের চিহ্ন ও ক্ষত। নারকীয় নির্যাতনের স্পষ্ট উল্লেখ রয়েছে রিপোর্টে। ওদিকে এক উচ্চপদস্থ সিবিআই আধিকারিকের কথায়, হাসপাতালে চলা বিভিন্ন অনিয়ম ও দুর্নীতির প্রতিবাদ করেছিলেন নির্যাতিতা। যে কারণেই সম্ভবত তিনি 'টার্গেট' হয়ে যান! আর এই গোটা ঘটনার পিছনে উঠে এসেছে আরজি করের প্রাক্তন প্রিন্সিপাল সন্দীপ ঘোষের নাম। সিবিআই স্ক্যানারে তাঁর ভূমিকা।শ্মশানঘাটের ম্যানেজার আরও জানান, আগের থেকে এসে পুলিস বলে গিয়েছিল যে নির্যাতিতার দেহ আগে দাহ করতে হবে। সেইসময় পানিহাটি শ্মশানে আরও দুটি মৃতদেহ সতকারের জন্য লাইনে ছিল। কিন্তু দুটি দেহ আরও থাকা সত্ত্বেও, সেগুলিকে ফেলে রেখে নির্যাতিতার দেহ তড়িঘড়ি পুলিস আগে দাহ করে দেয় ভিড় এড়াবার অছিলায়। এপ্রসঙ্গে সিপিআইএম নেতা সুজন চক্রবর্তীর আরও অভিযোগ, নির্যাতিতার দেহ তড়িঘড়ি পোড়ানোর জন্য শ্মশানঘাটে আগেই একাধিক তৃণমূল নেতা দাঁড়িয়েছিলেন। নির্যাতিতার দেহ আসার সঙ্গে সঙ্গেই তাঁর দেহ সৎকারের কাজ শুরু হয়ে যায়। লাইনে আগে থেকে আরও ২টো দেহ পড়ে থাকা সত্ত্বেও নির্যাতিতার দেহ কী করে আগে দাহ করা হল? সেই নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন তিনি। কোনও তথ্য গোপন করার চেষ্টাতেই কি পুলিসের তড়িঘড়ি দেহ দাহ করা? সাফ প্রশ্ন সুজন চক্রবর্তীর।যদিও এই নিয়ে লালবাজার কর্তৃপক্ষের বক্তব্য, সেদিন পরিবার যা যা দাবি করেছিল, জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেটের উপস্থিতি সহ অন্য হাসপাতালের মহিলা ময়নাতদন্তকারী চিকিৎসক আনা, সেই সব ব্যবস্থা-ই করা হয়েছিল। পরিবার চেয়েছিল শববাহী গাড়ি এসকর্ট করে পৌঁছে দেওয়া হোক। পুলিস তাদের সেই ব্যবস্থাও করে দেয়। পরিবার যদি চাইত তাঁরা দেহ সংরক্ষণ করত। পুলিসের পক্ষে কখনওই দেহ সৎকার করা সম্ভব নয়। কারণ দেহ সতকারে পরিবারের কনসেন্ট লাগে। তাড়াহুড়ো করে দেহ সৎকার করার দাবি ভিত্তিহীন।

নিজস্ব দাবী দাবা সহ আর জি কর কাণ্ডের বিচার চেয়ে

আই সি ডি এস কর্মী ও সহায়িকা কল্যাণ সমিতির বিক্ষোভ

জলপাইগুড়িতে: নিউজ সারাদিন : বুধবার নিজেদের কয়েকদফা দাবী সহ আর জি কর কাণ্ডের বিচার চেয়ে পশ্চিমবঙ্গ অঙ্গন ওয়ারি কর্মী ও সহায়িকা কল্যাণ সমিতির জলপাইগুড়ি জেলার পক্ষ থেকে এক বিক্ষোভ কর্মসূচি পালন করা হয় জেলা শাসকের কার্যালয় চত্বরে। এই জেলার বিভিন্ন ব্লক থেকে কয়েকশো মহিলা কর্মীরা এই বিক্ষোভে সামিল হয়ে নিজেদের দাবির সঙ্গে আর জি কর হাসপাতালের ঘটনার বিচার দাবি করেন।আন্দোলন প্রসঙ্গে সংগঠণের নেত্রী ওসিতা প্রধান বলেন, আমরাও মহিলা, আর জি কর হাসপাতালে একজন মহিলা চিকিৎসক'কে এই ভাবে ধর্ষণ ও খুনের সঙ্গে যারা মূল অভিযুক্ত তাদের চরম শাস্তি দাবি জানানোর পাশাপাশি, আমাদের কর্মক্ষেত্রে দীর্ঘ্য সময় ধরে আমার যে সমস্যা ভোগ করছি তার থেকেও দ্রুত মুক্তির দাবি করছি। এছাড়াও তিনি আরো বলেন যে আমাদের অ্যানরোয়েড মোবাইল ফোনে সমস্ত কাজ করতে হচ্ছে, অথচ কেন্দ্রিয় সরকার দুবার মোবাইল ফোনের জন্য অর্থ বরাদ্দ করলেও আজ পর্যন্ত রাজ্যে সরকারের পক্ষ থেকে আমাদের সেই অর্থ বা মোবাইল ফোন দেওয়া হয়নি।

পোল্যান্ড সাধারণতন্ত্র এবং ইউক্রেন সফরে

রওনা হওয়ার আগে প্রধানমন্ত্রীর বিবৃতি

নতুন দিল্লি, ২১ আগস্ট, ২০২৪: নিউজ সারাদিন : আজ আমি পোল্যান্ড সাধারণতন্ত্র এবং ইউক্রেনে সরকারি সফরে রওনা হচ্ছি। দ্বিপাক্ষিক কূটনৈতিক সম্পর্কের ৭০ বছরে আমার এই পোল্যান্ড সফর। মধ্য ইউরোপে আমাদের অন্যতম অর্থনৈতিক অংশীদার হল পোল্যান্ড। গণতন্ত্র এবং বহুত্ববাদের প্রতি পারস্পরিক দায়বদ্ধতা এই সম্পর্ককে আরও শক্তিশালী করেছে। তাকে আরও এগিয়ে নিয়ে যেতে আমার বন্ধু, পোল্যান্ডের প্রধানমন্ত্রী ডোনাল্ড টাস্ক এবং ওই দেশের রাষ্ট্রপ্রধান আন্ড্রেজ দুদা-র সঙ্গে বৈঠকের জন্য আমি অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছি। পোল্যান্ডের প্রাণবন্ত ভারতীয় গোষ্ঠীর সঙ্গেও আমি মিলিত হব। পোল্যান্ড থেকে আমি যাব ইউক্রেনে। ওই দেশের রাষ্ট্রপ্রধান ভ্লদোমির জেলেনস্কির আমন্ত্রণে আমার এই সফর। এই প্রথম ভারতের কোনো প্রধানমন্ত্রী ইউক্রেনে যাচ্ছেন। দ্বিপাক্ষিক সহযোগিতা আরও জোরদার করার পাশাপাশি ইউক্রেন সংঘর্ষের শান্তিপূর্ণ সমাধান নিয়ে প্রেসিডেন্ট জেলেনস্কির সঙ্গে আমার আগে যে কথা হয়েছে, তার ভিত্তিতে আরও এগিয়ে যাওয়ার বিষয়ে মত বিনিময় হবে তাঁর সঙ্গে। ওই দেশের মিত্র এবং অংশীদার হিসেবে আমরা সেখানে শান্তি ও সুস্থিতি ফিরে আসবে বলে বিশ্বাসী। আমি প্রত্যয়ী যে, এই সফর দুটি দেশের সঙ্গে আমাদের প্রকৃতিগত সংযোগ ও সহযোগিতার পরিসর ভবিষ্যতে আরও প্রসারিত করবে।

১-ম পাতার পর

যাওয়ার আগেই সব ঘটে গিয়েছিল', সিবিআই-এর কাছে দাবি সঞ্জয়ের?

এদিকে সূত্রের দাবি, CBI-এর কাছে ধৃত দাবি করেছে - সে খুন ও ধর্ষণ করেনি। সে ঘটনাস্থলে যাওয়ার আগেই সব ঘটে গিয়েছিল। খবর পেয়ে দেখতে গিয়েছিল মাত্র। তাই সেই চিকিৎসককে খুন ও ধর্ষণ করেছে কিনা, তা যে কোনও পরীক্ষা করে দেখা হোক। উল্লেখ্য, জুনিয়র চিকিৎসক পড়ুয়া থেকে পরিবার, সকলেরই দাবি এটা 'একজনের কাজ নয়'। একা সঞ্জয় এ কাজ করেনি, আরও অনেকে দোষী। যদিও এই সঞ্জয়ই গ্রেফতারের পর পুলিশকে না কি জানিয়েছিল, 'চিৎকার করে কাউকে বলে দেবে তাই খুন করেছি। আমাকে ফাঁসি দিতে চাইলে দিয়ে দিন'। ভয়াবহ নৃশংসতার পরও নির্বিকার, নিরুত্তাপ? পুলিশ সূত্রে দাবি, আরজি কর মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে মহিলা চিকিৎসককে খুন-ধর্ষণের ঘটনায় জিজ্ঞাসাবাদের সময় এমনই উত্তর দেয় ধৃত সঞ্জয় রায়।

তবে সূত্রের খবর, আজ যে কথা সিবিআইয়ের কাছে স্বীকার করেছে সঞ্জয়, তা নির্যাতিতার পরিবার ও আন্দোলনকারী চিকিৎসকের দাবিকেই মান্যতা দিচ্ছে?

১-ম পাতার পর

পুলিশ স্বামীর রুদ্ধশ্বাস দৌড় দেখে শঙ্কিত অনুপের স্ত্রী সন্ধ্যা

জিজ্ঞাসাবাদ করেছে সিবিআই। ধৃত সিভিক ভলান্টিয়ারের সূত্র ধরে এএসআই অনুপের ছিল দ্বিতীয় দিনের তলব। কিন্তু সিবিআই দফতরে অনুপের দৌড় দেখে দক্ষিণ দিনাজপুরের বালুরঘাটের গ্রামের বাড়িতে বসে উৎকণ্ঠা, উদ্বেগ এবং আশঙ্কায় ভুগছেন স্ত্রী সন্ধ্যা দত্ত। স্বামী কোনও খারাপ কাজের সঙ্গে যুক্ত থাকতে পারেন, তা ভাবনাতেও আনতে পারেন না তিনি। সন্ধ্যা বলেন, "ওঁর শরীরটা ভাল নেই। হাইপ্রেশার, সুগারের সমস্যা। (মঙ্গলবার) রাতে কথা হল। মনে করে ওষুধ খেতে বললাম।" তাঁর বিশ্বাস, "উনি এমন কোনও কাজ করতে পারেন না যাতে সিবিআই ওঁকে ডাকতে পারে। কোনও দিন খারাপ কাজের সঙ্গে আপস করেননি। বিভাগীয় তদন্তের স্বার্থেই ওঁকে ডেকেছে বলে মনে হচ্ছে। এর চেয়ে বেশি কিছু জানি না।" স্বামীকে নিয়ে এত আলোচনায় বিরক্ত সন্ধ্যা অভিযোগের সুরে বলেছেন, "এ সবের কোনও প্রয়োজন ছিল না। মানুষ সব কিছুকেই রং চড়িয়ে দেখতে চায়। যে ভাবে সবাই ওঁকে ঘিরে ধরেছিলেন, তাতে প্যানিক অ্যাটাকে যদি কিছু হয়ে যেত? ক্ষতিটা কার হত? আমারই তো!"কলকাতা পুলিশের চতুর্থ ব্যাটালিয়নের এএসআই অনুপ কর্মসূত্রে কলকাতায় থাকেন। বাড়ি বালুরঘাটের এক অখ্যাত গ্রাম বাদামাইলে। বুধবার সকাল থেকেই সেই বাড়িতে পাড়া-প্রতিবেশীদের ভিড়। টিভিতে অনুপকে ওই ভাবে দৌড়তে দেখে অবাক সকলে। তাঁদের সকলেরই দাবি, 'পরোপকারী মানুষ অনুপ।' গ্রামের কেউ অসুস্থ হলে কলকাতায় যেতে বলেন। আরজি কর মেডিক্যালে কলেজে চেনাজানার সূত্রে সেখানে তাঁদের চিকিৎসা করাতে সাহায্য করেন। সুমিতা সরকার নামে এক আত্মীয়ার কথায়, "উনি সহজসরল মানুষ। গ্রামে এলে সকলেরই খোঁজখবর করতেন। কারও কিছু হলে বলতেন, 'আরজি করে যেয়ো। চিকিৎসার বন্দোবস্ত করে দেব।' আমরা গ্রামের মানুষ তো এত কিছু জানি না। কোথায় লাইনে দাঁড়াতে হয়, কোথায় গেলে টিকিট কাটতে হয়, সে সব বলে দিতেন। ওই ভাবে ওঁকে দেখে খারাপ লেগেছে।"

রাত হলেই সমুদ্রের ভেতরে জ্বলে ওঠে রহস্যজনক আলো!

বেবি চক্রবর্ত্তী: নিউজ সারাদিন : বিশ্বে কতই তো আশ্চর্য ছড়িয়ে রয়েছে। যেমন এমন এক জায়গা রয়েছে যেখানে রাতে হাজির হন অনেকে। সমুদ্রের জলে তখন জ্বলে ওঠে আলো।বিশ্বজুড়ে ছড়িয়ে রয়েছে অবিশ্বাস্য সব চমৎকার। যা শুনে বিশ্বাস করা কঠিন। নিজের চোখে দেখলে মনে হবে নিজের চোখকেই বিশ্বাস করতে পারছেন না। এমনই এক জায়গা অস্ট্রেলিয়ার জার্ভিস বে। যেখানে সকাল থেকে রাত পর্যন্ত থাকতে পছন্দ করেন পর্যটকেরা। ১০২ বর্গ কিলোমিটার ব্যাপী এক মহাসাগরীয় খাঁড়ি হল জার্ভিস বে।সমুদ্র এখানে কিছুটা ঢুকে এসেছে। যার ধার জুড়ে সকালের অন্যতম আকর্ষণ সাদা বালি। সাদা বলতে কিন্তু যেমন তেমন সাদা নয়, বিশ্বের সবচেয়ে সাদা বালির সমুদ্রতট এটি।কিন্তু এমন এক দেখার মত সমুদ্রসৈকত কিন্তু এখানকার মূল আকর্ষণ নয়। এখানে আসল চমৎকার শুরু হয় রাত নামলে।

রাত নামলে সমুদ্রসৈকতের ধারে সমুদ্রের জলে হঠাৎ আলো জ্বলে ওঠে। অতি বিশাল এলাকা জুড়ে সমুদ্রে যেন মনে হয় কেউ ঝলমলে আলো জ্বালিয়ে দিয়েছে। রাতে যা একাধারে আশ্চর্য করে সকলকে, সেই সঙ্গে চারধার মোহময় হয়ে ওঠে আলোর রোশনাইতে। জলের মধ্যে আলো এল কোথা থেকে? এ প্রশ্নের উত্তর প্রকৃতির কাছে রয়েছে। এ সমুদ্রের জলে প্রচুর প্ল্যাঙ্কটন রয়েছে। সেগুলি রাতের অন্ধকারে জ্বলতে থাকে। প্ল্যাঙ্কটন হল অতিক্ষুদ্র এক ধরনের প্রাণ যা সমুদ্রের জলের সঙ্গে ভেসে বেড়ায়। তারা জলের ধাক্কার বিরুদ্ধে যেতে পারেনা। সে শক্তি তাদের থাকেনা।

এই প্ল্যাঙ্কটনরা জার্ভিস বে-তে জমাট বেঁধে থাকে। তারা উত্তেজিত হলে এই আলোকময় বহিঃপ্রকাশ শুরু হয়। যা সমুদ্রের জলকে আলোকিত করে তোলে। আর সেই আলো এক মহাবিস্ময় নিয়ে হাজির হয় পর্যটকদের কাছে।

ভারতের সর্বাধিক প্রচারিত বাংলা দৈনিক ই পেপার
নিউজ সারাদিন
বাংলার মানুষের সাথে, মানুষের পাশে
৪ বর্ষ ২২৯ সংখ্যা ২২ আগস্ট, ২০২৪ বৃহস্পতিবার ০৫ ভাদ্র, ১৪৩১

লালবাজার থেকেও তলব পেয়েছেন সন্দীপ

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : সিজিও কমপ্লেক্সের সিবিআই দফতরে হাজিরা দিতে এলেন আরজি কর মেডিক্যাল কলেজের প্রাক্তন অধ্যক্ষ সন্দীপ ঘোষ। সকাল সওয়া ৯টা নাগাদ সন্দীপের গাড়ি এসে থামে সিজিও কমপ্লেক্সের সামনে। হাতে একটা ফাইল নিয়ে সোজা ঢুকে যান সিজিও কমপ্লেক্সের মধ্যে। উল্লেখ্য, লালবাজার থেকেও তলব পেয়েছেন সন্দীপ।আরজি কর মেডিক্যালে কর্তব্যরত মহিলা চিকিৎসককে ধর্ষণ এবং খুনের ঘটনার পরেই সেখানকার তৎকালীন অধ্যক্ষ সন্দীপ ঘোষের নাম প্রকাশ্যে আসে। চিকিৎসক এবং পড়ুয়াদের অভিযোগ ছিল, সন্দীপ অত্যন্ত 'প্রভাবশালী'। তদন্ত প্রক্রিয়াকে তিনি প্রভাবিত করতে পারেন বলে আশঙ্কা প্রকাশ করেছিলেন অনেকে। তাঁর পদত্যাগের দাবি উঠেছিল আরজি কর থেকেই। এর মাঝেই গত ১২ অগস্ট সন্দীপ সংবাদমাধ্যমের সামনে ইস্তফার কথা ঘোষণা করেন। স্বাস্থ্য ভবনে গিয়ে ইস্তফাপত্র জমাও দেন। আরজি করের অধ্যক্ষ এবং অধ্যাপকের পদ ছেড়ে দেন সন্দীপ। তার কিছু ক্ষণের মধ্যেই যদিও সন্দীপকে ন্যাশনাল মেডিক্যাল কলেজের অধ্যক্ষ পদে নিয়োগ করে স্বাস্থ্য ভবন। তবে সেখানে তিনি এখনও যোগ দেননি।বুধবার বেলা ১২টা নাগাদ হাজিরার নির্দেশ দিয়েছে কলকাতা পুলিশ।

শুক্রবার থেকে রোজই সিজিও কমপ্লেক্সে হাজিরা দিচ্ছেন সন্দীপ। কখনও ১০ ঘণ্টা, কখনও ১২-১৩ ঘণ্টা সিবিআই দফতরে থাকতে হচ্ছে সন্দীপকে। মঙ্গলবারও সাড়ে ১১ ঘণ্টা জেরা করা হয়েছে তাঁকে। দেখা গেল বুধবার নির্ধারিত সময়ের অনেকটা আগেই সিজিও কমপ্লেক্সে পৌঁছেছেন আরজি করের প্রাক্তন অধ্যক্ষ। কেন এত তাড়াতাড়ি তিনি সিবিআই দফতরে এলেন, সেই প্রশ্নের উত্তর দেননি তিনি। এমনকি, কেন তাঁকে বার বার তলব করা হচ্ছে, সে বিষয়েও মুখে কুলুপ এঁটেছিলেন সন্দীপ।অন্য দিকে, বুধবার দুপুর ১২টায় সন্দীপকে লালবাজারেও যেতে বলা হয়েছে। গত ৯ অগস্ট আরজি করে চিকিৎসকের ধর্ষণ এবং খুনের ঘটনা নিয়ে প্রতিক্রিয়া জানাতে গিয়ে জনসমক্ষে নির্যাতিতার নাম বলে দেন সন্দীপ। পুলিশ সূত্রে খবর, ওই কারণেই তাঁকে তলব করা হয়েছে। তিনি কলকাতা পুলিশের ডাকে সাড়া দেবেন কি না, তা নিয়ে প্রশ্ন উঠেছিল নানা মহলে। তার মধ্যেই দেখা গেল বুধবার সকালেই সিবিআই দফতরে হাজিরা দিলেন সন্দীপ। লালবাজারে কি যাবেন? সাংবাদিকদের প্রশ্নের উত্তর দেননি তিনি।

আরজি কর-কাণ্ডে নির্যাতিতার ছবি এবং নাম-পরিচয় সমাজমাধ্যমে পোস্ট করার জন্য বিভিন্ন ব্যক্তির বিরুদ্ধে পদক্ষেপ করছে পুলিশ। প্রাক্তন অধ্যক্ষ স্বয়ং নির্যাতিতার নাম ফাঁস করে দেন। যার প্রেক্ষিতে একটি মামলা রুজু করে কলকাতা পুলিশ। ওই মামলায় জিজ্ঞাসাবাদের জন্য সন্দীপকে ডেকে পাঠানো হয়েছে লালবাজারে। তবে তিনি বুধবার হাজিরা দেবেন কি না, তা এখনও স্পষ্ট নয়।

সম্পাদকীয়

আরজি কর হাসপাতালে সিআইএসএফ মোতায়েন করার নির্দেশ দিয়েছে সুপ্রিম কোর্ট

হাসপাতাল এবং ছাত্রাবাসের নিরাপত্তায় সিআইএসএফ মোতায়েন করার নির্দেশ দিয়েছে সুপ্রিম কোর্ট। মঙ্গলবার আনুষ্ঠানিক ভাবে শীর্ষ আদালতের সেই রায়কে রাজ্যের শাসকদল তৃণমূল 'স্বাগত' জানালেও ঘরোয়া আলোচনা ভবিষ্যৎ শঙ্কার কথা গোপন করছেন না দলেরই প্রথম সারির নেতাদের একাংশ। একান্ত আলোচনায় তাঁদের কথাতেই স্পষ্ট, ভবিষ্যতের জন্য 'অশনি সঙ্কেত' দেখছেন তাঁরা।সোমবারেই তৃণমূল সিবিআইয়ের উপর চাপ বৃদ্ধি করার পথে হেঁটেছিল। শাসকদলের তরফে বলা হয়েছিল, রবিবারের সময়সীমা পার হয়ে গিয়েছে। আগামী শুক্রবার যখন ধৃত সঞ্জয়কে আদালতে পেশ করবে সিবিআই, তখন যেন চার্জশিটও পেশ করে। মঙ্গলবার শীর্ষ আদালতও সিবিআইকে বৃহস্পতিবার প্রাথমিক রিপোর্ট জমা দিতে বলেছে। তদন্তভার হাতে নিয়ে সিবিআই কী করছে, কতটা এগোতে পারছে, কার্যকরী কী ভূমিকা নিচ্ছে, সে সব প্রশ্নকেই সামনে রাখতে চাইছে তৃণমূল। তৃণমূলের তরফে সিবিআইয়ের 'অগ্রগতি' নিয়ে সমাজমাধ্যমে লেখালেখি চলছে। যাঁরা নাগরিক আন্দোলনে যোগ দিয়েছেন, তাঁদের কাউকে কাউকে ব্যক্তিগত ভাবে সেই পোস্ট হোয়াটসঅ্যাপ করে পাঠানোও হচ্ছে। তবে একটি হাসপাতালে সিআইএসএফ মোতায়েন করার নির্দেশ যে সাম্প্রতিক পরিস্থিতিতে রাজ্য সরকারের জন্য আরও একটি 'ধাক্কা', তা একান্ত আলোচনায় অস্বীকার করছেন না শাসক শিবিরের কুশীলবেরা।তবে এর উল্টো মতও রয়েছে। শাসকদলের একাংশ আবার মনে করছে, হাসপাতালে সিআইএসএফ মোতায়েনের ফলে পুলিশ এবং হাসপাতাল কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে আন্দোলনের আর কিছু থাকবে না। তা রাজ্য সরকার তথা তৃণমূলের জন্য ইতিবাচক বলেই অভিমত তাঁদের।আরজি করে সিআইএসএফ মোতায়েন প্রসঙ্গে তৃণমূলের নবগঠিত মিডিয়া কমিটির অন্যতম সদস্য কুণাল ঘোষ সমাজমাধ্যমে লিখেছেন, "সুপ্রিম কোর্ট যদি আরজি করে কেন্দ্রীয় বাহিনী দেয়, তা হলে তৃণমূলের আপত্তি নেই। কারণ, ওই হাসপাতাল টার্গেট করে অশান্তি করছে রামবাম অপশক্তি। বড় চক্রান্ত চলেছে। যদি ওদের প্ররোচনা, ওদের উস্কানি, হাঙ্গামার ছক এখন ওদের বাহিনীই সামলাতে চায়, সামলাক।" তবে তৃণমূলের অন্দরের আলোচনায় সিআইএসএফ-সিদ্ধান্ত নিয়ে অনেকেই মূলত তিনটি বিষয় উল্লেখ করছেন। এক, আইনশৃঙ্খলা রাজ্যের বিষয়, সেখানে সিআইএসএফ-কে নিয়োগ করা হয়েছে। দুই, সুপ্রিম কোর্টের এই রায়ে পরোক্ষে কলকাতা পুলিশের প্রতি 'অনাস্থা' প্রকাশিত হয়েছে। এবং তিন, তৃণমূলের নেতারা সবচেয়ে বেশি যেটি নিয়ে 'উদ্বিগ্ন', সেটি হল হাসপাতালের নিরাপত্তায় সিআইএসএফ নিয়োগ করার 'দৃষ্টান্ত' তৈরি হওয়া। এক নেতার মতে, এর পরে তো খুচখাচ গোলমাল হলেও অন্যান্য সরকারি হাসপাতালেও সিআইএসএফ মোতায়েন করার দাবি উঠবে। হাসপাতালের চিকিৎসক-সহ অন্য কর্মীরা সেই দাবিতে আন্দোলনেও নামতে পারেন।সে ক্ষেত্রেও এই 'দৃষ্টান্ত' দেখিয়ে এমনই নির্দেশ দিতে পারে আদালত। শাসকদলের এক নেতার কথায়, "পরিস্থিতি এখন তপ্ত। এই পরিস্থিতিতে অন্য হাসপাতালগুলিতেও যদি চিকিৎসকেরা এই দাবি তোলেন, তা হলে পরিস্থিতি আরও জটিল হয়ে যাবে।" ওই নেতা এ-ও বলেন, "কলকাতা তো বটেই, জেলাতেও অনেক সময়ে রোগীমৃত্যু-সহ বিভিন্ন বিষয় নিয়ে হাসপাতালে ভাঙচুর হয়। রাজ্য সরকারের কারণেই তা ইদানীং অনেকটা কমানো গিয়েছে। কিন্তু সিআইএসএফ মোতায়েনের নির্দেশের পর কোথাও ছোটখাটো ঘটনা হলেও এই আর্জি নিয়ে মামলা-মোকদ্দমার সম্ভাবনা তৈরি হবে।"
মহিলা চিকিৎসককে ধর্ষণ এবং খুনের ঘটনা প্রকাশ্যে আসার পর থেকেই উত্তাল আরজি কর। বিক্ষোভ চলছে হাসপাতাল চত্বরে। আন্দোলনকারীরা যেমন ধর্ষণ এবং খুনের ঘটনায় বিচারের দাবি তুলছেন, তেমনই 'কর্মস্থলে' নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করার কথাও বলছেন। শুধু আরজি করে নয়, আন্দোলন ছড়িয়ে পড়েছে দেশের বিভিন্ন প্রান্তে। নয়াদিল্লির এমস-সহ বিভিন্ন হাসপাতালে কর্মবিরতি চলছে। আদালত অবশ্য সেই চিকিৎসকদের কাছে কর্মবিরতি তুলে নেওয়ার আর্জি এবং অনুরোধ জানিয়েছে। যে আবেদন আগে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ও করেছিলেন। কিন্তু চিঁড়ে ভেজেনি। শীর্ষ আদালতের অনুরোধের পরে মঙ্গলবার বিকালে বৈঠকে বসেছেন আন্দোলনরত চিকিৎসকেরা।প্রসঙ্গত, তৃণমূলের নেতারা নির্দিষ্ট ভাবে সিআইএসএফ মোতায়েনের নির্দেশকেও 'তাৎপর্যপূর্ণ' বলে মনে করছেন। দলের এক সাংসদের বক্তব্য, "সুপ্রিম কোর্ট বলেনি যে, আরজি করের নিরাপত্তায় কেন্দ্রীয় বাহিনী থাকুক। আদালত সিআইএসএফকেই নির্দিষ্ট করে দিয়েছে। যে বাহিনী বিমানবন্দর, জলবন্দর, কয়লাখনির নিরাপত্তা দেখে, তাদের একটা হাসপাতালের নিরাপত্তার দায়িত্ব দেওয়া রাজ্যের পক্ষে খুব একটা ইতিবাচক সঙ্কেত নয়। কারণ, এই বাহিনী 'এলিট ফোর্স'। তাদের প্রতিষ্ঠানের গুরুত্ব বুঝেই নিয়োগ করা হয়।" তবে কৌশলগত কারণেই সুপ্রিম কোর্টের রায় নিয়ে পাল্টা প্রশ্ন তোলার রাস্তায় যেতে চায় না তৃণমূল। কারণ হিসাবে শাসকদলের নেতাদের ব্যাখ্যা, এখনই সুপ্রিম কোর্টের রায় নিয়ে কোনও 'তির্যক' মন্তব্য করলে জনমানসে ভুল বার্তা যাবে। এক নেতার কথায়, "এমনিতেই ছোট ছিদ্র নিজেদের একাধিক ভুলে বড় গর্তের আকার নিয়েছে। তাকে আর বড় আমরা করতে চাই না।"

জঙ্গলের দেবী মা মনসা

-: মৃত্যুঞ্জয় সরদার :-

তেমনই পৃথিবীর সমস্ত জীব কে সৃষ্টি করে তার ধরিত্রীর বুকে লালন পালন করছে, আমাদের মতন সমস্ত প্রাণী ও জীবকুলকে।যে যা বলে বলুক না কেন ভক্তি ও শ্রদ্ধার মধ্যে ভগবানের সৃষ্টি,তাই ভক্তিভাবে প্রকৃতিকে পূজা করলে বা ঈশ্বরকে ডাকলে করোনার মর্মার্থ ভাইরাসের হাত থেকে রক্ষা রক্ষা পাওয়া সম্ভব। এরমধ্য বিজ্ঞানসম্মত কারণ লুকিয়ে আছে,ধ্যান, জ্ঞান, সাধনা, মধ্যে প্রচুর মানুষের শরীরের ইমিউনিটি পাওয়ারটা অটোমেটিক বেড়ে যায়। **ক্রমশঃ**

• সতর্কীকরণ •

এই পত্রিকায় প্রকাশিত সমস্ত বিজ্ঞাপনের দায় বিজ্ঞাপনদাতার পাঠকদের যথাযথ অনুসন্ধানের পর আস্থা স্থাপনের অনুরোধ জানাই। বিজ্ঞাপনদাতার ওপর বিশ্বাস রেখে বিজ্ঞাপন ছাপানো হয়। এই ব্যাপারে পত্রিকা কোনো রকম দায়িত্ব নেবে না।

মাতৃ শক্তি

মৃত্যুঞ্জয় সরদার
(পঞ্চম পর্ব)

শ্রীরামকৃষ্ণ। রানির জামাই মথুরামোহনকে জানালেন সেকথা। শুনলেন রানিও। ঠিক করলেন প্রতি মাসে দশ মহাবিদ্যা মন্দিরে দুমণ চাল আর দু-টাকা পাঠাবেন। নিয়মিত ভোগের ব্যবস্থা করবেন। যে ব্যক্তি একদিন তাঁর মন্দির প্রতিষ্ঠায় বাধ সেধেছিল, তাঁরই প্রতিষ্ঠা করা মন্দিরের দেখভালের দায়িত্ব নিতে হল রাসমণিকেই। ন্যায়ের অদ্ভুত গতিপথ।

অগত্যা জমির খোঁজ শুরু হল পূর্বপাড়ে। প্রথমে ভাটপাড়ায়। সেখানে বলরাম সরকার জমি দিতে রাজি হলেন। কথাবার্তা পাকা। কিন্তু শেষমুহূর্তে ভাটপাড়ার গোঁড়া ব্রাহ্মণদের চাপে বেঁকে বসলেন। এক বিধবা মন্দির তৈরি করবে, এটা মেনে নিতে পারেনি গোঁড়া হিন্দুসমাজ।

শেষমেশ জমি কেনা হল দক্ষিণেশ্বর গ্রামে। প্রাচীনকালে এই জায়গাটার নাম ছিল শোণিতপুর। বানরাজার রাজত্বের মধ্যে ছিল ওই গ্রাম। বানরাজাই নাকি সেখানে প্রতিষ্ঠা করেছিলেন শিবলিঙ্গ। সেই শিবলিঙ্গের নাম অনুসারে জায়গাটার নাম দক্ষিণেশ্বর। **ক্রমশঃ**

(লেখকের অভিমতের জন্য লেখক দায়বদ্ধ)

বর্তমানে নৈতিক শিক্ষা থেকে সমাজ অনেক দূরে

বেবি চক্রবর্তী : নিউজ সারাদিন : নেপোলিয়নের নাম আমরা কমবেশি সবাই জানি। তিনি বলেছেন, 'তোমরা আমাকে একজন শিক্ষিত মা দাও, আমি তোমাদের একটা সভ্য জাতি উপহার দেব।' নেপোলিয়নও উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন, শিক্ষার কোনো বিকল্প নেই। শিক্ষার বিকল্প শিক্ষা স্বয়ং নিজে। বর্তমানের বিশ্বায়নের যুগে আমরা বসবাস করছি সমাজকে সুসংহত করতে, আদর্শ সমাজ গড়ে তুলতে, বলিষ্ঠ জাতি গড়ে তুলতে। সুতরাং আমাদের সত্যিকারের শিক্ষায় শিক্ষিত হতেই হবে। কেননা বলিষ্ঠ জাতি থেকে উন্মেষ ঘটে বলিষ্ঠ নেতৃত্বের। তাই বিশ্বায়নের সঙ্গে ও প্রযুক্তির সঙ্গে তাল মেলাতে গেলে আমাদের সুশিক্ষায় শিক্ষিত হতে হবে। বর্তমানে আমরা জাতি হিসেবে ধর্মীয় ও নৈতিক শিক্ষা থেকে অনেক দূরে সরে এসেছি। যার কারণে সমাজে বিশৃঙ্খলা ও নৈতিকতার চরম অধঃপতন দেখতে পাচ্ছি। এজন্য সরকার প্রাতিষ্ঠানিক বিভিন্ন স্তর, সুশীল সমাজকে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে হবে। নাগরিক সমাজ ও সরকারের মধ্যে সেতুবন্ধ তৈরি করতে হবে। তাতে করে সমাজে স্থিতিশীলতা ও ভারসাম্য প্রতিষ্ঠিত হবে। যা, সরকার ব্যবস্থাকে স্থায়ীরূপ দিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে। মনে রাখা দরকার, বর্তমানে গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা প্রাতিষ্ঠানিক রূপ পেয়েছে এবং প্রাতিষ্ঠানিকভাবেই আমরা গণতন্ত্রের চর্চা করে থাকি। এজন্য বলা চলে গণতন্ত্রের যথাযথ চর্চার জন্য শিক্ষার গুরুত্ব কতটা, তা বলার অপেক্ষা রাখে না। সমাজে শিক্ষা বিস্তারের পাশাপাশি, নৈতিক শিক্ষা ও নৈতিকতার চর্চার বিষয়টিকে গুরুত্ব দেওয়া প্রয়োজন। কেননা নৈতিক শিক্ষার বিষয়টিকে অবহেলা করার অর্থ হলো-সমাজ থেকে সভ্যতাকে বিসর্জন দেওয়া। কিন্তু বলা হয়ে থাকে, বর্তমান সমাজব্যবস্থা সভ্যজন ও সভ্য সমাজের প্রতিভূ। এজন্য শিক্ষা ও শিক্ষার মৌলিক দিকগুলোকে অস্বীকার করার কোনো উপায় নেই।সচেতনতা বৃদ্ধি। নারী সম্মান শ্রদ্ধা করা।সামাজিক সচেতনতা বৃদ্ধি পেলে সুবিধাবঞ্চিত মানুষেরাও সন্তানকে স্কুলে পাঠানোর ব্যাপারে উদ্বুদ্ধ হবে। সঙ্গে সঙ্গে আর্থ-সামাজিক উন্নয়নকে ত্বরান্বিত ও অধিক কর্মসংস্থানের সুযোগ তৈরি করতে হবে। যাতে শিক্ষাগ্রহণ শেষে অন্ততপক্ষে মানসম্পন্ন একটা কর্মসংস্থানের সুযোগ শিক্ষিত নাগরিক নিজেই তৈরি করে নিতে পারে। সমাজে অর্থনৈতিক ভারসাম্য সৃষ্টির পাশাপাশি কর্মের প্রতি জীবনের প্রতি, একের সঙ্গে অপরের শ্রদ্ধাবোধ জাগ্রত করতে হবে। জীবনমান উন্নয়নে সরকারকেই এগিয়ে আসতে হবে সর্বাগ্রে। উন্নত বিশ্ব থেকে উন্নয়নশীল বিশ্বের দেশগুলোতে বাজেটে শিক্ষার বরাদ্দ বেশি রাখাটা অনেক বেশি জরুরি। পাশাপাশি শিক্ষকদের যথাযথ মূল্যায়ন করতে হবে। সত্যিকারের নৈতিক ও মানবিক চৈতনাসম্পন্ন মানুষ যেন আমরা পেতে পারি সে বিষয়টির প্রতি গুরুত্ব দিতে হবে। শিক্ষা গ্রহণের বিষয়টি যতটা না বেশি লৌকিক তার থেকে বেশি চেতনাবিষয়ক এবং চেতনার সমৃদ্ধি। স্বামী বিবেকানন্দ বেদান্তে নির্দেশ করেছিলেন যে শিক্ষাকে অবশ্যই আধ্যাত্মিক সচেতনতা দিতে হবে যা বৃহত্তর শক্তি এবং আত্মবিশ্বাসের দিকে নিয়ে যায় আর জীবনের আর্দশ গঠনে অপরকে সম্মান ও শ্রদ্ধাশীল করে তোলে।

ভারত বন্‌ধ নিয়ে চিন্তায় প্রশাসন

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : জনজাতিদের সংরক্ষণ নিয়ে সাম্প্রতিক সময়ে সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশ বাতিলের প্রতিবাদে পথে নামছেন দলিত, আদিবাসীরা। বুধবার ভারত বন্‌ধের ডাক দিয়েছে 'ন্যাশনাল কনফেডারেশন অফ দলিত অ্যান্ড আদিবাসী সংস্থা (এনএসিডিএওআর)। বহুজন সমাজ পার্টি (বিএসপি)-সহ বিভিন্ন রাজনৈতিক দলও তাদের ডাকা বন্‌ধে সমর্থন জানিয়েছে।উল্লেখ্য, সম্প্রতি শীর্ষ আদালত একটি মামলার রায়ে জানায়, তফসিলি জাতি এবং জনজাতি সমাজের মধ্যে যাঁরা আর্থিক ভাবে স্বচ্ছল তাঁদের সংরক্ষণ বাতিল করে দেওয়া হোক। পরিবর্তে তফসিলি জাতি এবং জনজাতি সমাজের আর্থিক সিঁড়িতে যাঁরা একেবারে নীচে রয়েছেন, সেই অতি পিছিয়ে পড়া অংশকে চিহ্নিত করে তাঁদের বাড়তি সুবিধা দেওয়ার পক্ষে রায় দেয় শীর্ষ আদালত। প্রধান বিচারপতি ডিওয়াই চন্দ্রচূড়-সহ সাত সদস্যের বেঞ্চের মধ্যে ছ'জন 'কোটার মধ্যে কোটা'-র পক্ষে রায় দেন।অন্য দিকে, বন্‌ধের কারণে আইনশৃঙ্খলা যাতে বিঘ্ন না ঘটে, সেই জন্য বিভিন্ন রাজ্যের পুলিশ-প্রশাসন পদক্ষেপ করছে বলেই খবর। জরুরি পরিষেবা ছাড়া বাকি ক্ষেত্রে এই বন্‌ধের প্রভাব পড়তে পারে বলে আশঙ্কা করা হচ্ছে।

এনএসিডিএওআর-র দাবি, সুপ্রিম কোর্টের রায়কে প্রত্যাখ্যান করুক কেন্দ্রীয় সরকার। পাশাপাশি তফসিলি জাতি, জনজাতি এবং অনগ্রসর জাতির জন্য ন্যায়বিচার এবং সমতা রক্ষারও দাবি জানানো হয়েছে। তাদের জন্য নতুন আইন প্রণয়নের কথাও জানিয়েছে এনএসিডিএওআর। তাদের বক্তব্য, সুপ্রিম কোর্টের রায় তফসিলি জাতি, উপজাতির সাংবিধানিক অধিকারকে খর্ব করে। সেই কারণে অবিলম্বে জাত-ভিত্তিক তথ্য প্রকাশের দাবিও তুলেছে এনএসিডিএওআর। শুধু কেন্দ্রীয় বা রাজ্য সরকারের কাছে নয়, বেসরকারি প্রতিষ্ঠানগুলির কাছেও তফসিলি জাতি, জনজাতি এবং অনগ্রসর জাতির জন্য ইতিবাচক পদক্ষেপ করার আহ্বান জানানো হয়েছে। বুধবার শান্তিপূর্ণ বন্‌ধের ডাক দিয়ে সকলকে আন্দোলনে সামিল হওয়ার আর্জি জানিয়েছে এনএসিডিএওআর। তবে শুধু বুধবারের বন্‌ধেই তাদের আন্দোলন সীমাবদ্ধ থাকবে না তা-ও স্পষ্ট করা হয়েছে। দাবি মানা না হলে, ভবিষ্যতে বৃহত্তর আন্দোলনের পথে হাঁটারও ইঙ্গিত দিয়ে রেখেছে এনএসিডিএওআর।

নারী নির্যাতনের মামলায় সারা দেশে শীর্ষে বাংলা

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : হাসপাতালে চিকিৎসকেরা কর্মবিরতি পালন করছেন। এই পরিস্থিতিতে দেশের জনপ্রতিনিধিদের বিরুদ্ধে অপরাধের অভিযোগের একটি রিপোর্ট প্রকাশ্যে এসেছে। সেই রিপোর্ট বলছে, এই মুহূর্তে দেশের মোট ১৫১ জন বিধায়ক এবং সাংসদের নামে মহিলাদের বিরুদ্ধে অপরাধ সংক্রান্ত মামলা রয়েছে।মহিলাদের বিরুদ্ধে অপরাধের মামলার তালিকায় রয়েছে এক মহিলার নামও! তিনি বিজেপির অগ্নিমিত্রা পাল। যিনি আসানসোল দক্ষিণ কেন্দ্রের বিধায়ক এবং গত লোকসভা ভোটে মেদিনীপুর আসন থেকে লড়ে হেরে গিয়েছিলেন।

সর্বভারতীয় তালিকার দিকে নজর দিলে দেখা যাচ্ছে, মহিলাদের বিরুদ্ধে অপরাধের মামলায় নাম রয়েছে তেলঙ্গানার মুখ্যমন্ত্রী রেবন্ত রেড্ডির। এ ছাড়া, মহারাষ্ট্রের শিবসেনা (উদ্ধব ঠাকরে গোষ্ঠী) নেতা তথা রাজ্যসভার সাংসদ সঞ্জয় রাউত, ওড়িশার সুন্দরগড়ের বিজেপি সাংসদ তথা কেন্দ্রীয় আদিবাসী মন্ত্রী জুয়েল ওরাম, ইনদওরের বিধায়ক তথা বিজেপির সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক কৈলাস বিজয়বর্গীয় এবং লালু প্রসাদ যাদবের জ্যেষ্ঠপুত্র তথা বিহারের বিধায়ক তেজপ্রদাপ যাদবের নামও তালিকায় রয়েছে।যে তালিকায় রাজ্যগত ভাবে শীর্ষে পশ্চিমবঙ্গ। দলগত ভাবে অবশ্য অপরাধের অভিযোগে সবচেয়ে বেশি নাম রয়েছে বিজেপি নেতাদের। এর মধ্যে বেশ কয়েকটি ধর্ষণের মামলাও রয়েছে।২০১৯ থেকে ২০২৪ সালের মধ্যে আয়োজিত বিভিন্ন নির্বাচনের আগে নির্বাচন কমিশনের কাছে জমা পড়া প্রার্থীদের হলফনামা ঘেঁটে দেখেছে 'অ্যাসোসিয়েশন ফর ডেমোর্ক্যাটিক রিফর্মস' (এডিআর)। ওই পাঁচ বছর সময়কালের মধ্যে কমিশনে মোট ৪,৮০৯টি নির্বাচনী হলফনামা জমা পড়েছে। তার মধ্যে ৪,৬৯৩টি হলফনামা বিশ্লেষণ করে ৩০০ পাতার দীর্ঘ রিপোর্ট তৈরি করেছে এডিআর। তাদের রিপোর্ট অনুযায়ী, এই মুহূর্তে দেশের ১৬ জন জনপ্রতিনিধির বিরুদ্ধে রয়েছে ধর্ষণের মামলা। দোষী প্রমাণিত হলে যার ন্যূনতম শাস্তি ১০ বছরের কারাদণ্ড। দেশের সবচেয়ে বড় দুই রাজনৈতিক দল বিজেপি এবং কংগ্রেসের পাঁচ জন করে জনপ্রতিনিধির বিরুদ্ধে ধর্ষণের মামলা রয়েছে।

মহিলাদের বিরুদ্ধে অপরাধ সংক্রান্ত মামলায় শীর্ষে রয়েছে পশ্চিমবঙ্গ। সাংসদ এবং বিধায়ক মিলিয়ে এই রাজ্যের মোট ২৫ জনের বিরুদ্ধে মামলা রয়েছে। এডিআরের রিপোর্ট অনুযায়ী, রাজ্যগত তালিকায় দ্বিতীয় অন্ধ্রপ্রদেশ (২১ জন) এবং তৃতীয় ওড়িশা (১৭ জন)। দলগত বিচারে যে তালিকা প্রস্তুত করা হয়েছে, তাতে শীর্ষে দেশের শাসকদল বিজেপি। সাংসদ এবং বিধায়ক মিলিয়ে তাদের ৫৪ জন প্রতিনিধি নিজেদের নামে মহিলাদের বিরুদ্ধে অপরাধের মামলার কথা হলফনামায় স্বীকার করেছেন। দলগত তালিকায় বিজেপির পরেই রয়েছে কংগ্রেস (২৩ জন) এবং তেলুগু দেশম পার্টি বা টিডিপি (১৭ জন)।বাংলার দুই জনপ্রতিনিধির বিরুদ্ধে ধর্ষণের মামলা রয়েছে। তাঁরা হলেন বিষ্ণুপুরের বিজেপি সাংসদ সৌমিত্র খাঁ এবং উত্তর দিনাজপুরের চোপড়ার তৃণমূল বিধায়ক হামিদুল রহমান। এ ছাড়া, চার সাংসদের বিরুদ্ধে রয়েছে মহিলাদের বিরুদ্ধে অপরাধের মামলা। সৌমিত্র ছাড়াও সেই তালিকায় আছেন বালুরঘাটের বিজেপি সাংসদ তথা কেন্দ্রীয় মন্ত্রী সুকান্ত মজুমদার, মালদহ উত্তরের বিজেপি সাংসদ খগেন মুর্মু, বনগাঁর বিজেপি সাংসদ শান্তনু ঠাকুরের নাম।

এ ছাড়া, বাংলার যে সমস্ত বিধায়কের নাম মহিলাদের বিরুদ্ধে অপরাধের মামলার তালিকায় আছে, তাঁরা হলেন মুকুল রায় (কৃষ্ণনগর উত্তর), মনগোবিন্দ অধিকারী (ভাতার), পরেশরাম দাস (ক্যানিং পশ্চিম), লক্ষ্মণ চন্দ্র ঘোরুই (দুর্গাপুর পশ্চিম), অমরনাথ শাখা (ওন্দা), বিষ্ণুপ্রসাদ শর্মা (কার্শিয়াং), বাবুল সুপ্রিয় (বালিগঞ্জ), উত্তর বারিক (পটাশপুর), তপন চট্টোপাধ্যায় (পূর্বস্থলী), দীপক বর্মন (ফালাকাটা), গৌরীশঙ্কর ঘোষ (মুর্শিদাবাদ), কৌশিক রায় (ময়নাগুড়ি), আমিরুল ইসলাম (শমসেরগঞ্জ), অসীম কুমার সরকার (হরিণঘাটা), অসীম বিশ্বাস (রানাঘাট উত্তর পূর্ব), সৌমেন রায় (কালিয়াগঞ্জ), হামিদুল রহমান (চোপড়া), মধুসূদন ভট্টাচার্য (মেমারি), সুব্রত ঠাকুর (গাইঘাটা) এবং অলোক জলদাতা (রায়দিঘি)।

সিনেমার খবর

'কল্কি'র সিকুয়েলে থাকছেন না দীপিকা?

স্টাফ রিপোর্টার, নিউজ সারাদিন : বক্স অফিস জুড়ে এখন শুধুই 'কল্কি'র ঝড়। একাধিক ভারতীয় সিনেমার রেকর্ড ভেঙে নতুন মাইলস্টোন তৈরী করিছে এই ছবি। প্রথম পর্বেই পারফরম্যান্সের দিক থেকে একেবারে নতুনভাবে অনুরাগীদের মাঝে ধরা দিয়েছেন অমিতাভ বচ্চন, দীপিকা পাড়ুকোন, কমল হাসান, প্রভাসরা। তবে শোনা যাচ্ছে, সিকুয়েলের কাস্টিং থেকে দীপিকা পাড়ুকোনকে বাদ দিয়েছেন পরিচালক নাগ অশ্বিন। ।কল্কি'র গল্প অনুযায়ী, বিষ্ণুর দশম অবতারকে গর্ভেধারণ করেন দীপিকা। ধরিত্রীকে বিপদের হাত থেকে রক্ষা করতে তার উপরই কল্কিকে পৃথিবীর আলো দেখানোর দায়িত্ব বর্তেছে। দীপিকার গর্ভস্থ সন্তানই বিষ্ণুর সেই দশম অবতার। পরিচালকের সাজানো গল্প অনুযায়ী, কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের ৬ হাজার বছর পর জন্ম নিচ্ছে কল্কি। যেখানে মহাজাগতিক বদল ঘটেছে গোটা বিশ্বে। আর ঠিক এই প্রেক্ষাপটেই সুমতীর চরিত্রে বাজিমাত করেছেন দীপিকা পাড়ুকোন। যা দেখে দর্শকরাও ফুলমার্কস বসিয়েছেন। এবার গুঞ্জন শোনা যাচ্ছে, 'কল্কি'র সিকুয়েলে থাকছেন না দীপিকা। কিন্তু কেন 'কল্কি'র দ্বিতীয় পর্ব থেকে বাদ পড়ছেন দীপিকা? ভারতীয় গণমাধ্যমে বলা হয়েছে, প্রথমটায় দীপিকার সিকুয়েলে অভিনয় করার কথা ছিল। নাগ অশ্বিন তৈরিও ছিলেন অভিনেত্রীকে মাতৃত্বকালীন একটা বিরতি দেওয়ার জন্য। তবে সিনেমার গগনচুম্বী সাফল্যের জেরেই সিদ্ধান্ত বদলাতে হল। যত দ্রুত সম্ভব 'কল্কি'র সিকুয়েল পর্দায় আনতে চাইছেন তারা। তাইতো ধারণা করা হচ্ছে, এর সিকুয়েলে দেখা যাবেনা দীপিকাকে। সূত্রের খবর, দীপিকাকে ছাড়া 'কল্কি'র সিকুয়েলে কীরকম প্রভাব পড়বে সেই ভবিষ্যৎ নিয়েও ভাবতে নারাজ নির্মাতারা। কারণ, সিকুয়েলেও যে ক্যাশবাক্সে লক্ষ্মীর কৃপা থাকবে, তারা একপ্রকার নিশ্চিত। তাই হয়ত কোনোমতেই তাদের দেরি করা সম্ভব নয়। যদিও দীপিকার সিকুয়েলে না থাকা কিংবা তার পরিবর্তে অন্য কোন নায়িকাকে নির্মাতারা কাস্ট করবেন সে নিয়ে চূড়ান্ত কোন ঘোষণা এখনো আসেনি।

করণ জোহরের নতুন সিরিজে তামান্না

স্টাফ রিপোর্টার, নিউজ সারাদিন : বিনোদন জগতে ইতোমধ্যে ২৫ বছর কাটিয়ে ফেলেছেন চলচ্চিত্র নির্মাতা করণ জোহর। দর্শককে উপহার দিয়েছেন 'কুচ কুচ হোতা হ্যায়', 'কাভি খুশি কাভি গম', 'অ্যায় দিল হ্যায় মুশকিল', 'রকি অউর রানি কি প্রেম কাহানি'র মতো সিনেমা। এবার করণের পরিচালনায় কাজ করতে চলেছেন দক্ষিণী অভিনেত্রী তামান্না ভাটিয়া। করণের পরিচালনায় ওটিটি প্লাটফর্মে আসছে রোমান্টিক থ্রিলার ঘরানার সিরিজ। নাম 'ডেয়ারিং পার্টনারস'। এখানেই দেখা যেতে চলেছে অভিনেত্রীকে। শুধু তামান্নাই নন এই ছবিতে থাকছেন আরও এক অভিনেত্রী। ডায়না পেন্টিকে দেখা যাবে তার সঙ্গে। এছাড়াও রয়েছেন দু'জন মুখ্য পুরুষ চরিত্র। ভারতীয় গণমাধ্যমের এক প্রতিবেদনে বলা হয়, অঙ্কিত গুপ্ত এবং শোয়েব ইব্রাহিমকে দেখা যাবে এই দুই চরিত্রে। যদিও এখনও এই বিষয়ে চূড়ান্ত ঘোষণা করেননি সিরিজ নির্মাতা। এই সিরিজের গল্প এগোবে দুই বান্ধবীকে কেন্দ্র করে। তামান্না এবং ডায়নাকে দেখা যাবে মহিলা ব্যবসায়ীর চরিত্রে। তারা একে অপরের সঙ্গে জুটি বেঁধে মাদকজাত দ্রব্যের ব্যবসা করেন। তাদের ব্যবসার মধ্যে হঠাৎ এসে পড়েন দুই নায়ক। ঘুরে যায় গল্পের চেনা ছক। বদল আসে তাদের জীবনে।

দেহদানের সিদ্ধান্ত নিয়েছেন ঋতুপর্ণা

স্টাফ রিপোর্টার, নিউজ সারাদিন : মানুষ মানুষকে দেখে উদ্বুদ্ধ হয়, অনুপ্রাণিত হয়। টালিউড অভিনেত্রী ঋতুপর্ণা সেনগুপ্তের ক্ষেত্রেও এমনটা হলো। পশ্চিমবঙ্গের সদ্য প্রয়াত সাবেক মুখ্যমন্ত্রী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্যের দেহদান দেখে তিনি সিদ্ধান্ত নিয়েছেন দেহদানের।

৮ আগস্ট না ফেরার দেশে চলে যান বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য। জীবদ্দশায় নিজের দেহদান করে দেন পশ্চিমবঙ্গের সাবেক এই মুখ্যমন্ত্রী। কলকাতার সর্বস্তরের মানুষ শ্রদ্ধা জানানোর পর মরদেহ দাহের পরিবর্তে নিয়ে যাওয়া হয় সেখানকার নীলরতন সরকার মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে।

এরপরই ভারতীয় সংবাদমাধ্যমের সঙ্গে কথা বলেন ঋতু। বুদ্ধদেবের মতো নিজেও দেহদানের ইচ্ছা প্রকাশ করেন। তিনি বলেন, আমার ফুপু, ফুপা একই পথের পথিক। আমিও প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রীর (বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য) পথেই হাঁটব। দাহ করার বদলে দেহ দান করে গেলে আমার দেহের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ হয়তো কোনো মৃত্যুপথযাত্রীকে জীবনের পথে ফেরাতে পারবে। তার মধ্যে দিয়ে আমিও বেঁচে থাকব চিরকাল।

মুখ্যমন্ত্রীর শেষ যাত্রায় ছুটে গিয়েছিলেন ঋতুপর্ণা। সে বর্ণনা দিয়ে নায়িকা বলেন, আমি যখন পৌঁছেছি, তখন আলিমুদ্দিন স্ট্রিটে দলীয় অফিসের কার্যালয় থেকে দেহ নীলরতন সরকার হাসপাতালের পথে। আমার জন্য শববাহী গাড়ি কয়েক মুহূর্তের জন্য থামানো হয়েছিল। জনস্রোতে ভাসতে ভাসতে ওনার গাড়ির কাছে পৌঁছালাম।

বুদ্ধদেব সম্পর্কে অভিনেত্রী বলেন, ভীষণ বুদ্ধিদীপ্ত। আর প্রচণ্ড রসিক। কথায় কথায় বেশ মজা করতেন। ওনার আমলে বেশ কয়েকবার মুখোমুখি হয়েছি। যতবার সামনাসামনি হয়েছি, হাসিমুখে কথা বলেছেন।

ঋতুপর্ণার সঙ্গে মধুর সম্পর্ক ছিল প্রয়াত এ রাজনীতিবিদের। পেয়েছেন তার স্নেহ। অভিনেত্রীর 'পারমিতার একদিন', 'আলো' ছবি দুটি প্রয়াত রাজনীতিবিদের প্রিয় ছিল। ভারতের জাতীয় চলচ্চিত্র পুরস্কার পাওয়ার পরও ঋতুপর্ণাকে প্রশংসায় ভাসিয়েছিলেন বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য।

কাজলের বদভ্যাসের কথা নিজেই ফাঁস করলেন

স্টাফ রিপোর্টার, নিউজ সারাদিন : বলিউডের অন্যতম অভিনেত্রী কাজল দেবগন। হিন্দি সিনেমার অন্যতম সফল অভিনেত্রী হিসেবে স্বীকৃত কাজল। তিনি ছয়টি ফিল্মফেয়ার পুরস্কার সহ অসংখ্য পুরস্কার অর্জন করেছেন। কাজল বরাবরই ভীষণ মুডি। নিজের ইচ্ছেমতো কাজ করতেই পছন্দ করেন এ অভিনেত্রী। লোক দেখানো কাজ তিনি করেন না তা অতীতে বহুবার বলেছেন।

কখনও প্রকাশ্যে এসেছে তার খামখেয়ালি আচরণের ছবি, কখনও আবার প্রকাশ্যে সমালোচনার ঝড় তুলেছে তার ব্যবহার। তবে কাজল যে কেবল প্রকাশ্যে পাপারাজ্জিদের সঙ্গেই এমন আচরণ করেন এমনটা নয়। তিনি ব্যক্তি জীবনেও ঠিক এমনই।

সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে পোস্ট করে ভক্তদের উদ্দেশে এমনই বার্তা দিয়েছিলেন তিনি। কাজল একবার এক ফ্যাশন শো-এ করণ জোহরের সঙ্গে কথা বলতে গিয়ে মুখ ভেংচিয়ে অদ্ভুত আচরণ করে বসেন। যা নিয়ে রীতিমতো আলোচনা-সমালোচনা হয়।

তবে কাজল এবার নিজের এই স্বভাবের রহস্য নিজেই স্পষ্ট করে দিয়েছিলেন। সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে এক পোস্ট তিনি লিখেছেন, আমার দুটি সত্তা রয়েছে, হয় আমি কথা বলতেই থাকি, বলতেই থাকি, আবার কখনও 'আমি রাখছি' না বলেই ফোনটা কেটে দিয়ে থাকি।

কাজলের এই পোস্ট দেখে খানিক স্বস্তিতে ভক্তরা। যারা যারা কাজলকে ট্রল করতে ব্যস্ত ছিলেন গত কয়েকদিনে, তাদের কাছে একটি বিষয় স্পষ্ট হয়ে গেল যে কাজল যা করেন নিজের স্বভাবদোষেই করেন। কোনও কিছু ইচ্ছাকৃত নয়।

চিকিৎসক খুনের ঘটনায় মমতাকে নিয়ে শ্রীলেখার বিস্ফোরক মন্তব্য

স্টাফ রিপোর্টার, নিউজ সারাদিন : ভারতের পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যের কলকাতার আরজি কর মেডিকেল কলেজে এক তরুণী চিকিৎসককে হাসপাতালের ভেতরেই ধর্ষণের পর হত্যার ঘটনার প্রতিবাদে উত্তাল দেশটি। এ ঘটনায় ১৪ আগস্ট রাত দখলের পর ১৫ আগস্ট ফের অনেকে আরজি কর হাসপাতালে গিয়েছিলেন প্রতিবাদ জানাতে আর তাদেরই অন্যতম ছিলেন অভিনেত্রী শ্রীলেখা মিত্র। সেখানে গিয়ে মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জিকে নিয়ে বিস্ফোরক মন্তব্য করেন তিনি। ভারতীয় গণমাধ্যমকে দেয়া সাক্ষাৎকারে শ্রীলেখা মিত্র জানান, আরে ধনধান্যে পুষ্পে ভরা, আপনি ছাড়ুন তো দিদি। আপনি অনেক নাটক করেন। আপনি ওই সিরিয়ালে, ২১ জুলাইয়ের মঞ্চে সাদা পোশাক পরে চশমা পরে গিয়ে বসে থাকেন। শ্রীলেখা আরো বলেন, আমি জানি এর পরে আপনারা আমার আরো খারাপ অবস্থা করবেন। এমনিতেই করেছেন। আরো করবেন আমি জানি। কিন্তু সবাইকে আপনি কিনতে পারেননি। আর তাদের মধ্যে একজন শ্রীলেখা মিত্র।

এরপরই অভিনেত্রীকে কন্যাশ্রী প্রকল্প, পুজোয় ক্লাবকে অনুদান দেয়া নিয়েও প্রশ্ন করা হলে শ্রীলেখা বলেন, 'এই যে কন্যাশ্রী প্রকল্পের যে টাকাটা দিচ্ছেন, এই যে ৮৫ হাজার টাকা ক্লাবে দিচ্ছেন মাটির দুর্গাপুজো করার জন্য আর এখানকার মেয়েরা, ওরা কেউ দুর্গা সেটা বলছি না। সাধারণ মেয়ে। সাধারণ মেয়ে একজন, তার কোনো নিরাপত্তা নেই।'

অভিনেত্রীর ভাষ্য, 'তার আরেকটা বাড়ি হল তার ওয়ার্ড যেখানে সে কাজ করছে সেখানে তার কোনো নিরাপত্তা নেই। আপনি কি কন্যাশ্রী করছেন? ওই টাকায় হাসপাতালগুলোকে উন্নত করুন না। আসল অপরাধীদের ধরুন না, নিজের দলের হলেও একটা উদাহরণ তৈরি করুন না।'

নারী চিকিৎসকের পরিবারকে মুখ্যমন্ত্রী যে টাকা দিতে চেয়েছেন সেটা নিয়ে শ্রীলেখা বলেন, 'আর আপনারা কে যে ঠিক করছেন একজন বাবা মায়ের কাছে তাদের মেয়ের দাম দশ লাখ টাকা! টাকা দিলেই হয়ে গেল দিদি? বাবা মায়েরা শান্ত হয়ে যাবেন?'

উল্লেখ্য, গত ৯ আগস্ট ভোরের দিকে কলকাতার শ্যামবাজার এলাকায় অবস্থিত নামকরা আর জি কর মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে চিকিৎসকদের বিশ্রামকক্ষ থেকে এক নারী চিকিৎসকের ক্ষতবিক্ষত মরদেহ উদ্ধার হয়। পরে ময়নাতদন্তে জানা যায়, ওই চিকিৎসককে ধর্ষণের পর হত্যা করা হয়েছিল। তবে মরদেহ উদ্ধারের পর হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ বলেছিল যে ওই চিকিৎসক আত্মহত্যা করেছেন। কর্তৃপক্ষের এই বক্তব্যের পর প্রথমে ফুঁসে ওঠে কলকাতা, পরে গর্জে ওঠে পুরো পশ্চিমবঙ্গ।

আত্মহত্যা করেছিলেন থর্প, দাবি পরিবারের

স্টাফ রিপোর্টার, নিউজ সারাদিন : গত ৫ আগস্ট পৃথিবী থেকে বিদায় নিয়েছেন ইংল্যান্ডের সাবেক ক্রিকেটার গ্রাহাম থর্প। তবে তখন তার মৃত্যুর কারণ জানানো হয়নি। অবশেষে তার চিরবিদায়ের কারণ জানালো তার পরিবার। তিনি আত্মহত্যা করেছেন বলে জানিয়েছেন থর্পের স্ত্রী ও কন্যা।

অনেক দিন থেকেই হতাশা ও উদ্বেগের সঙ্গে লড়াই করছিলেন থর্প। তবে শেষপর্যন্ত হাল ছেড়ে দেন বলে এক সাক্ষাৎকারে থর্পের দীর্ঘদিনের সতীর্থ মাইক আথারটনকে নিশ্চিত করেছেন তার স্ত্রী এবং কন্যারা। ৫৫ বছর বয়সে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন ইংল্যান্ডের অন্যতম সেরা এই ব্যাটার।

বিষয়টি নিশ্চিত করে থর্পের স্ত্রী বলেন, 'গত কয়েক বছর ধরে গ্রাহাম বিষণ্ণতা ও উদ্বেগে ভুগছিল। ২০২২ সালের মে মাসে তার জীবনে বড় ঘটনা ঘটে যায়। সে কারণে অনেক দিন একটি নিবিড় পরিচর্যা ইউনিটে থাকতে হয়। ও যখন হতাশা এবং উদ্বেগে ভুগছিল, তখন আমরা পরিবারের সবাই ওকে সমর্থন করেছি। চিকিৎসার চেষ্টাও করেছিল ও। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত কোনটিতেই কাজ হয়নি।'

১৯৯৩ সাল থেকে ইংল্যান্ডের জার্সিতে অভিষেক হওয়ার পর মোট ১০০টি টেস্ট খেলেছেন থর্প। যেখানে ১৬টি সেঞ্চুরিসহ রান করেছেন ছয় হাজার ৭৪৪। এছাড়া ৮২টি ওয়ানডে ম্যাচে করেন দুই হাজার ৩৮০ রান। কাউন্টিতে সারের হয়ে প্রায় ২০ হাজার রান করেছেন এই ব্যাটার।

খেলোয়াড়ি জীবন শেষে ২০১০ সালে ইংল্যান্ডের ব্যাটিং কোচ হিসেবে দায়িত্ব নেন থর্প। তবে ২০২১-২০২২ অ্যাশেজে ব্যর্থতায় তাকে দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি দেওয়া হয়। এরপর থেকেই মানসিকভাবে ভেঙে পড়েছিলেন। এরপর অবশ্য ২০২২ সালে তাকে কোচ হিসেবে চেয়েছিল আফগানিস্তান। কিন্তু যোগ দেননি।

নিউজিল্যান্ডের কেন্দ্রীয় চুক্তি থেকে

সরে দাঁড়ালেন আরও দুই ক্রিকেটার

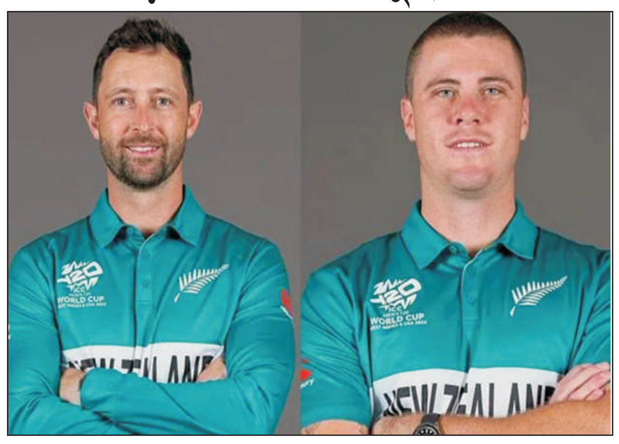

স্টাফ রিপোর্টার, নিউজ সারাদিন : গত জুলাই মাসে ২০২৪-২৫ মৌসুমের জন্য ২০ জন ক্রিকেটারকে কেন্দ্রীয় চুক্তিতে রাখার প্রস্তাব দিয়েছিল নিউজিল্যান্ড ক্রিকেট (এনজেডসি)। তবে সেই তালিকা থেকে নিজেদের নাম প্রত্যাহার করে নিলেন দেশটির দুই টপ অর্ডার ব্যাটসম্যান ডেভন কনওয়ে ও ফিন অ্যালেন। ফ্র্যাঞ্চাইজিভিত্তিক টি-টোয়েন্টিতে অবাধে খেলতেই এ সিদ্ধান্ত নিয়েছেন তারা।

এ ব্যাপারে বৃস্পতিবার (১৫ আগস্ট) এনজেডসি জানিয়েছে, ৩৩ বছর বয়সী উইকেটকিপার-ব্যাটসম্যান কনওয়ে এই মৌসুমে পূর্ণমেয়াদি চুক্তি করবেন না। অর্থাৎ যখন নিউজিল্যান্ডের হয়ে খেলবেন, শুধু তখন চুক্তিবদ্ধ থাকবেন। তবে ২৫ বছর বয়সী ওপেনার অ্যালেন কোনো ধরনের চুক্তিতেই থাকছেন না। এর আগে গত জুনে কেন্দ্রীয় চুক্তি থেকে সরে দাঁড়ান দলটির ওয়ানডে ও টি-টোয়েন্টি অধিনায়ক কেইন উইলিয়ামসন।

আইপিএলে চেন্নাই সুপার কিংসের হয়ে খেলা কনওয়ে আগামী বছরের জানুয়ারি-ফেব্রুয়ারিতে দক্ষিণ আফ্রিকার ঘরোয়া আসর এসএ২০-তে খেলতে চান। নিউজিল্যান্ড এই সময়ে ঘরের মাঠে শ্রীলঙ্কার বিপক্ষে টি-টোয়েন্টি ও ওয়ানডে সিরিজ এবং পাকিস্তানের মাটিতে ত্রিদেশীয় সিরিজ খেলবে। সেই সিরিজের আরেক দল দক্ষিণ আফ্রিকা।

নিউজিল্যান্ডের কেন্দ্রীয় চুক্তিতে থাকা প্রস্তাবিত ক্রিকেটার: রাচিন রবীন্দ্র, টম ব্লান্ডেল, মাইকেল ব্রেসওয়েল, মার্ক চ্যাপম্যান, জ্যাকব ডাফি, ম্যাট হেনরি, কাইল জেমিসন, টম ল্যাথাম, ড্যারিল মিচেল, হেনরি নিকোলস, উইল ও'রুর্ক, এজাজ প্যাটেল, গ্লেন ফিলিপস, মিচেল স্যান্টনার, বেন সিয়ার্স, ইশ সোধি, টিম সাউদি ও উইল ইয়াং।

আরও এক বছর

ইউনাইটেডে ফের্নান্দেস

স্টাফ রিপোর্টার, নিউজ সারাদিন : ম্যানচেস্টার ইউনাইটেডের সঙ্গে চুক্তির মেয়াদ আরও এক বছর বাড়িয়েছেন ব্রুনো ফের্নান্দেসের। নতুন চুক্তি অনুযায়ী আগামী ২০২৭ সালের জুন পর্যন্ত ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগের সফলতম ক্লাবটির সঙ্গে থাকবেন পর্তুগালের এই মিডফিল্ডার।

অধিনায়কের সঙ্গে নতুন নবচুক্তির কথা বৃহস্পতিবার বিবৃতি দিয়ে নিশ্চিত করে ইউনাইটেড। চুক্তিতে আরও এক বছর মেয়াদ বাড়ানোর সুযোগও রাখা হয়েছে।

২০২২ সালে করা আগের চুক্তির মেয়াদ ছিল ২০২৬ সাল পর্যন্ত।

২০২০ সালে স্পোর্তিং সিপি থেকে ইউনাইটেডে আনুষ্ঠানিকভাবে যোগ দেন ফের্নান্দেস। সময়ের সঙ্গে দলের গুরুত্বপূর্ণ সদস্য হয়ে ওঠেন তিনি। এখন ওল্ড ট্র্যাফোর্ডের ক্লাবটির নেতৃত্বভারও তার কাঁধে।

সব প্রতিযোগিতা মিলিয়ে ইউনাইটেডের হয়ে এখন পর্যন্ত ২৩৪ ম্যাচে করেছেন ৭৯ গোল। ৬৭ গোলে করেছেন অ্যাসিস্ট। এখনও প্রিমিয়ার লিগ জয়ের স্বাদ পাননি। তবে লিগ কাপ ও এফএ কাপ জয়ের অভিজ্ঞতা আছে তার। গত লিগ মৌসুমে তার দল শেষ করে আটে থেকে।

শুক্রবার ফুলহ্যামের বিপক্ষে ম্যাচ দিয়ে নতুন লিগ মৌসুম শুরু করবে ইউনাইটেড।

সবার শেষে দৌড় শেষ করেও

বিজয়ীর সংবর্ধনা'!

স্টাফ রিপোর্টার, নিউজ সারাদিন : দৌড় না, শেষ দিকে হাঁটছিলেন কিনজাং লামো। তাকে যেন গার্ড দিয়ে আগাচ্ছিল বেশ কিছু গাড়ি, মোটর সাইকেল এমনকি সাইকেলও। আর প্যারিসের দর্শকরা আছেন তার অপেক্ষায়। হাততালি দিয়ে অভিবাদন জানাতে থাকেন। উৎসাহ পেয়ে আবার দৌড় শুরু করেন। শেষ পর্যন্ত রেস শেষ করেন। তবে সবার শেষে!

ঘটনাটি ঘটেছে আগের দিন প্যারিস অলিম্পিকের শেষ ইভেন্ট মেয়েদের ম্যারাথনে। যেখানে ছিলেন মোট ৯১ জন অ্যাথলেট। তবে দৌড় শেষ করেছেন মোট ৮০ জন। ১১ জন দৌড় শেষ করতেই পারেননি। আর ৮০তম হয়েছেন ভুটানের এই অ্যাথলেট লামো। তাতেই তাকে অভিবাদন জানিয়েছেন হাজারো দর্শক।

মেয়েদের ম্যারাথনে এদিন সোনা জিতেছেন নেদারল্যান্ডসের সিফান হাসান। তিনি যখন দৌড় শেষ করেন তখন ধরতে গেলে মাঝপথে ছিলেন লামো। একেবারে শেষে। এক ঘণ্টার মধ্যে সঙ্গী সবাই দৌড় শেষ করেন। আর যারা না পেরেছেন, তারা একে একে দৌড় থামিয়ে দেন। কিন্তু লামো থামেননি।

লামোর আগে যে দৌড় শেষ করেছেন, অর্থাৎ ৭৯তম হওয়া নেপালের সন্তসিও পৌঁছেছেন লামো ৫৭ মিনিট ৫৩ সেকেন্ড আগে। অর্থাৎ শেষদিকে প্রায় একাই এক ঘণ্টা দৌড়েছেন এই অ্যাথলেট। আর এ সময় তাকে উৎসাহ দিতে চিৎকার করতে থাকেন দর্শকরা। অনেক দর্শক সাইকেল চালিয়ে শেষ কয়েক কিলোমিটার তাকে সঙ্গ দেন। লামোকে এমনভাবে সংবর্ধনা দিতে থাকেন যেন বিজয়ী তিনি। অনেকে কুর্নিশও করেন।

স্বাভাবিকভাবেই লামোর দৌড় শেষ হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করেন আয়োজকরা। অপেক্ষা করেন দর্শকরাও। শেষ পর্যন্ত ৩ ঘণ্টা ৫২ মিনিট ৫৯ সেকেন্ডে ম্যারাথন শেষ করেন ভুটানের এই অ্যাথলেট। তার দৌড় শেষ করার বেশ কিছু ভিডিও সামাজিকমাধ্যমে রীতিমতো ভাইরাল।

দৌড় শেষ করার পর লামো বলেছেন, 'আমার প্রথম লক্ষ্য ছিল ম্যারাথন সম্পূর্ণ করা এবং এরপরে নিজের ব্যক্তিগত রেকর্ড ভাঙা। আমার দেশ (ভুটান) আমাকে দৌড় শুরু করার জন্য ৫০০০ মাইল দূরে পাঠায়নি। তারা আমাকে দৌড় শেষ করতে পাঠিয়েছিলেন।'

ইংল্যান্ড সিরিজে শ্রীলঙ্কার

ব্যাটিং কোচ ইয়ান বেল

স্টাফ রিপোর্টার, নিউজ সারাদিন : ইংল্যান্ড সিরিজ সামনে রেখে ইয়ান বেলকে কোচিং স্টাফে যুক্ত করেছে শ্রীলঙ্কা ক্রিকেট বোর্ড। লঙ্কানদের সঙ্গে ব্যাটিং কোচের ভূমিকায় কাজ করবেন ইংলিশ এই ক্রিকেটার। শুধু ইংল্যান্ডের মাটিতে অনুষ্ঠিত হতে যাওয়া সিরিজটির জন্যই বেলের সঙ্গে চুক্তি করেছে এসএলসি।

মূলত কন্ডিশন সম্পর্কে বাড়তি ধারণা পেতেই ১১৮ টেস্ট খেলা বেলকে ড্রেসিংরুমে আনার ব্যবস্থা করেছে শ্রীলঙ্কা। তাকে নিয়ে শ্রীলঙ্কা ক্রিকেট বোর্ডের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা অ্যাশলি ডি সিলভা বলেছেন, 'স্থানীয় জ্ঞানসম্পন্ন ইয়ান সেখানকার (ইংল্যান্ডের) কন্ডিশন সম্পর্কে মূল্যবান ধারণা দিয়ে খেলোয়াড়দের সাহায্য করবেন বলে আমরা তাকে নিয়োগ দিয়েছি। ইংল্যান্ডে খেলার অনেক অভিজ্ঞতা রয়েছে ইয়ানের এবং আমরা বিশ্বাস করি তার ইনপুট গুরুত্বপূর্ণ এই সিরিজে আমাদের দলকে সাহায্য করবে।'

১৬ আগস্ট থেকে শ্রীলঙ্কার টেস্ট দলের সঙ্গে কাজ শুরু করবেন বেল। সাদা পোশাকে প্রায় ৪২ গড়ে ৭৭২৭ রান রয়েছে তার। বেলের এই অভিজ্ঞতা শ্রীলঙ্কাকে ২০১৪ সালের পর ইংল্যান্ডে প্রথম সিরিজ জেতাতে সাহায্য করবে, সেই আশায় থাকবে দেশটির ক্রিকেট বোর্ড।

ইতোমধ্যে বেশ কয়েকটি দলে কোচিং করিয়েছেন বেল। গত বছর কিছু সময় নিউজিল্যান্ড জাতীয় দলের সহকারী কোচ ছিলেন। চলমান দ্য হান্ড্রেডে বার্মিংহাম ফিনিক্সের প্রধান কোচের দায়িত্ব পালন করছেন। বিগ ব্যাশে মেলবোর্ন রেনেগেডস ও হোবার্ট হারিকেনসের সঙ্গে কাজ করেছেন সহকারী কোচের ভূমিকায়। এছাড়া ইংল্যান্ড অনূর্ধ্ব-১৯ দলের তরুণদের ব্যাটিং কোচ হয়ে দিকনির্দেশনা দিয়েছেন।

বেন স্টোকসের দলের বিপক্ষে ধনঞ্জয়া ডি সিলভার নেতৃত্বে শ্রীলঙ্কা প্রথম টেস্ট খেলবে ২১ আগস্ট। লর্ডসের ময়দানে দ্বিতীয় টেস্ট শুরু হবে ২৯ আগস্ট। এরপর সিরিজের শেষ ম্যাচ ৬ সেপ্টেম্বর থেকে মাঠে গড়াবে দ্য ওভালে।

শ্রীলঙ্কার স্কোয়াড: ধনঞ্জয়া ডি সিলভা (অধিনায়ক), দিমুথ করুনারত্নে, নিশান মাধুশকা, পাথুম নিসাঙ্কা, কুসল মেন্ডিস (সহ-অধিনায়ক), অ্যাঞ্জেলো ম্যাথিউস, দীনেশ চান্ডিমাল, কামিন্দু মেন্ডিস, সাদিরা সামারাবিক্রমা, আসিথা ফার্নান্ডো, বিশ্ব ফার্নান্ডো, কাসুন রাজিতা, লাহিরু কুমারা, নিসালা থারাকা, প্রবাথ জয়সুরিয়া, রামেশ মেন্ডিস, জেফরি ভ্যান্দারসে, মিলান রত্নায়েকে।

টেন্ডুলকারকে ছাড়িয়ে যেতে পারেন রুট : পন্টিং

স্টাফ রিপোর্টার, নিউজ সারাদিন : কিছুদিন আগেই টেস্টে ১২ হাজার রানের মাইলফলক ছুঁয়েছেন জো রুট। ব্রায়ান লারাকে ছাড়িয়ে সর্বোচ্চ রান সংগ্রাহকের তালিকায় তার নাম এখন সাতে। তবে সবার ওপরে থাকা কিংবদন্তি ভারতীয় শচীন টেন্ডুলকারকে ছাড়িয়ে যেতে পারেন ৩৩ বছর বয়সী এই ইংলিশ ব্যাটার। এমনটাই মনে করেন আরেক কিংবদন্তি রিকি পন্টিং।

টেন্ডুলকার আন্তর্জাতিক ক্রিকেট থেকে বিদায় নিয়েছেন প্রায় ১১ বছর হয়েছে। ২০০ টেস্টে ১৫ হাজার ৯২১ রান নিয়ে এখনো তালিকার শীর্ষে আছেন তিনি। তাকে ছাড়িয়ে যেতে ৩ হাজার ৮৯৫ রান দরকার রুটের। বর্তমানে ১৪৩ টেস্ট শেষে ১২ হাজার ২৭ রান করেছেন তিনি। পন্টিং অবশ্য সেখানে অসম্ভবের কিছু দেখছেন না।

টেস্টে ১৩ হাজার ৩৭৮ রান নিয়ে তালিকার দুইয়ে থাকা এই অজি কিংবদন্তি সম্প্রতি আইসিসি রিভিউতে আলোচনা করেছেন রুটের অবিশ্বাস্য ফর্ম নিয়ে। প্রশংসা করেছেন তার বড় রানের সক্ষমতার।

তিনি বলেন, 'সম্ভবত সে (রুট) এটা করতে পারে। তার বয়স ৩৩... ৩ হাজারের বেশি রান পিছিয়ে আছে। এটা নির্ভর করছে তারা (ইংল্যান্ড) কয়টা টেস্ট ম্যাচ খেলে, কিন্তু যদি তারা বছরে ১০ থেকে ১৪টি টেস্ট ম্যাচ খেলে থাকে এবং সেখানে যদি বছরে ৮০০ থেকে হাজার রান করে থাকে রুট, তাহলে বলা যায়, টেন্ডুলকারের জায়গায় পৌঁছাতে কেবল তিন বা চার বছর দূরে আছে সে। তখন তার বয়স হবে ৩৭।'

পন্টিং আরও বলেন, 'যদি তার ভেতর এখনো ক্ষুধা থাকে, তাহলে তার এটি করতে পারার সমস্ত সম্ভাবনা রয়েছে। গত দুই বছরে সে ভালো থেকে আরও ভালো হয়ে উঠেছে। সবসময় বলা হয়ে থাকে, ব্যাটাররা ৩০ (বয়স) এর শুরুর দিকে তাদের সেরা অবস্থায় পৌঁছায় এবং সে অবশ্যই সেটা করেছে।'

বাংলাদেশ সিরিজ

আমাদের জন্য গুরুত্বপূর্ণ : জয় শাহ

স্টাফ রিপোর্টার, নিউজ সারাদিন : দুটি টেস্ট খেলতে পাকিস্তান সফরে গিয়েছে জাতীয় দল। আগামী মাসে রয়েছে ভারত সফরও। সেই সিরিজকে গুরুত্বপূর্ণ বলছেন ভারতীয় ক্রিকেটের সর্বোচ্চ সংস্থা বিসিসিআইয়ের সচিব জয় শাহ।

ভারতীয় গণমাধ্যমে জয় শাহ বলেন, আমরা তাদের (বাংলাদেশের কর্তৃপক্ষ) সঙ্গে কথা বলিনি। সেখানে নতুন সরকার দায়িত্ব নিয়েছে। তারা আমাদের সঙ্গে যোগাযোগ করবে নয়তো আমি তাদের সঙ্গে যোগাযোগ করব। বাংলাদেশ সিরিজ আমাদের জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

সেপ্টেম্বরে দুটি টেস্ট ও তিনটি টি-টোয়েন্টি খেলতে ভারত সফর করবে বাংলাদেশ ক্রিকেট দল।

রাজনৈতিক পটপরিবর্তনের কারণে আগামী অক্টোবরে বাংলাদেশে মেয়েদের টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ আয়োজন নিয়ে জেগেছে শঙ্কা। তাই বিশ্বকাপ ভারতে সরিয়ে নেওয়ার পরিকল্পনা করেছিল ক্রিকেটের সর্বোচ্চ সংস্থা আইসিসি। এমনটাই দাবি জয় শাহর।

বিসিসিআই সচিব বলেন, তারা (আইসিসি) জানতে চেয়ে আমরা বিশ্বকাপ আয়োজন করতে পারব কি না। আমি স্পষ্টভাবে তাদের না বলেছি। তখন (অক্টোবরে) মৌসুমি বৃষ্টিপাত থাকবে এবং আগামী বছর আমরা মেয়েদের ওয়ানডে বিশ্বকাপ আয়োজন করব। পরপর দুটি বিশ্বকাপ আয়োজন করার ব্যাপারে আমি কোনো ধরনের সংকেত দিতে চাই না।

■ স্বত্বাধিকারী, প্রকাশক, মুদ্রক মৃত্যুঞ্জয় সরদার কর্তৃক প্রকাশিত এবং ১৬বি, নবীন কুন্ডু লেন, কলেজ রো, কলেজ স্ট্রীট, কলকাতা-৭০০০০৯ থেকে ডিজিটাল মুদ্রিত ■ সম্পাদক মৃত্যুঞ্জয় সরদার, ফোন ঃ ৯৫৬৪৩৮২০৩১
■ Printed, Published, Owned by MRITYUNJOY SARDAR and Published at 16 B, Nabin Kundu Lane, College Row, College Street, Kolkata -700009 ■ Phone : 9564382031 Email : durodristhi@gmail.com Editor : MRITYUNJOY SARDAR